হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

The Prophet (Sallallaho Alaihi Wasallam) In Our Soul

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বহুগ্রন্থ প্রণেতা, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক
ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
উপাধ্যক্ষ-রাঙ্গুনীয়া নূরুল উলুম ফাযিল(ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
০১৮১৭-০৭২২৫৪
dr.abdulhalimbd@gmail.com

ই. মু. ফা. গবেষণা-০০৩
ই. মু. ফা. প্রকাশনা-২০১৪/৩

প্রথম প্রকাশ : মে - ২০১৪ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগষ্ট - ২০১৪ইং
তৃতীয় প্রকাশ : ডিসেম্বর - ২০১৫ ইং
চতুর্থ প্রকাশ : এপ্রিল - ২০১৮ ইং

গ্রন্থ স্বত্ব : গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক :
মোহাম্মদ নুরুন্নবী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ,
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

সহযোগিতায় :
আলহাজ্ব জহির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর
হানিফ টাওয়ার, বাদুরতলা, চট্টগ্রাম।

নামকরণ : মাওলানা মুহাম্মদ নুরুল আলম নুরুল্লাহ
প্রচ্ছদ : ডা. মুহাম্মদ আখতার আমীন চৌধুরী

হাদিয়া : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : মুহাম্মদী কুতুবখানা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
: জাগরণ পবলিকেশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
: তৈয়বিয়া লাইব্রেরী, জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া গেইট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
: এ. এম. জি. লাইব্রেরী, জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া গেইট, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

প্রিন্ট : সাদী কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স ,আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১৫-১৩১৬৪০

REDOER AYNAI NABI KARIM (Sallallaho Alaihi Wasallam) [The Prophet Sallallaho Alaihi Wasallam In Our Soul] by Dr. Mohammad Abdul Halim in Bangla and Published by Mohammad Nurunnabi, Director Publication Department, Al-Imam Muslim (Rh.) Foundation, Hathazari, Chittagong, Bangladesh. May- 2014, 2nd Edition: August-2014, 3rd Edition: December-2015, 4th Edition April 2018.

উৎসর্গ

মুজাদ্দেদে দ্বীন ও মিল্লাত
ইমামে আহলে সুন্নাত
পীরে ত্বরীকত
শামসুল মুনাযিরীন
তাজুল 'উলামা
বদরুল ফুদ্বালা
'আশেক্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম
হযরতুল 'আল্লামা গাজী সৈয়দ মোহাম্মদ আযীযুল হক
শেরে বাংলা রহমতুল্লাহি তা'আলা 'আলাইহি
এর
করকমলে অর্পন করলাম।

Sunni-Encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Masum Billah
Sunny)

সূচীপত্র

১. হযরতুল আল্লামা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক ফারুক্বী (ম.জি.আ.)-এর অভিমত -৬
২. শায়খুল হাদীস হাফেয মুহাম্মদ সুলায়মান আনছারী (ম.জি.আ.)-এর অভিমত -৮
৩. ভাইস-চেয়ারম্যান-এর কথা -১০
৪. প্রকাশকের বক্তব্য -১১
৫. মুখবন্ধ -১২
৬. হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -১৫
৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক -১৬
৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রং মোবারক -১৯
৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ মোবারক -২১
১০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ মোবারক -২৪
১১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাক মোবারক -২৮
১২. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওষ্ঠ ও দাঁত মোবারক -২৮
১৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহ্বা মোবারক -২৯
১৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়ি ও চুল মোবারক -৩৪
১৫. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গর্দান/স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ মোবারক এবং মোহরে নবুয়্যত -৩৫
১৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বগল মোবারক -৩৭
১৭. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ও বাহু মোবারক- ৩৮
১৮. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ ও ক্বলব মোবারক-৪১
১৯. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেট মোবারক -৪৫
২০. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরণ মোবারক -৪৮
২১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পোষাক মোবারক -৪৯
২২. উপসংহার-৫১
২৩. পরিশিষ্ট-১ -৫৪
২৩. গ্রন্থপঞ্জি -৫৫

আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন-এর উপদেষ্টামন্ডলীর সম্মানিত সভাপতি, পীরে কামিল, মুরশিদে বরহক্ব হযরতুল 'আল্লামা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ফারুক্বী (ম.জি.আ.)-এর

অভিমত

الحمد لله رب العٰلمين والصلوة والسلام على سيّد الانبياء والمرسلين وعلى اٰله واصحابه اجمعين. امّا بعد ـ

আরশ, কুরছি, লাওহ, কলম, চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রসহ আঠার হাজার মাখলুকাত আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক কত্‌রা ঝলক মাত্র। আল্লাহ তা'আলা নিজেকে প্রকাশের জন্য তাঁরই প্রিয় হাবিবকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ ছিলেন গোপন ভান্ডার তাঁরই মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছেন। আল্লাহ কেমন সুন্দর তার বর্ণনা বিরল। তাঁর সৌন্দর্যের সাক্ষী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেন নয়? নবী করীম স্বয়ং আল্লাহর দর্শনে মত্ত থাকেন।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا + جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑں درود

"আর কি অদৃশ্য আপনার থাকতে পারে যখন স্বয়ং আল্লাহই আপনার অদৃশ্য নয়, আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ"

কিন্তু আল্লাহর হাবীবকে এমন অতুলনীয়, উপমাবিহীনভাবে সৃষ্টি করে আল্লাহর সৌন্দর্যের বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ অদ্বিতীয় একক মহান সত্ত্বা যাঁর কোন তুলনা নেই। স্বীয় হাবীবকে এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছেন যাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে সাহাবীগণ (রা.) নিজেদের ধন-দৌলত ও জান-প্রাণ কুরবান করেছেন অকাতরে। তাইতো সৈয়্যেদিনা আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রা.) বলেছেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার দিকে চেয়ে থাকা আপনার সামনে বসে থাকা আপনার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করাই হলো আমরা নিকট খুবই প্রিয়"

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন "নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। যদি তাঁর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা হতো তাহলে আমাদের চক্ষু তাঁকে দেখতে সক্ষম হতো না।"

সাহাবীগণ (রা.) তাঁকে চন্দ্র ও সূর্যের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ পৃথিবীতে এ দুটির চেয়ে অধিক সুন্দর তৃতীয় কোন বস্তু নেই। তা নাহলে কোথায় চন্দ্র সূর্য আর কোথায় আমার নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার নবীর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর থেকে ফুয়ুজাত গ্রহন করে সাহাবীগণ (রা.) এক একজন অতিউজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হয়েছেন।

আমার স্নেহধন্য বিশিষ্ট গবেষক, ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নুরানী অবয়ব মোবারকের কিঞ্চিৎ বর্ণনা তুলে ধরেছেন অত্র **"হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম "** গ্রন্থে। যা পাঠ করলে আমার নবী সম্পর্কে সামান্য ধারনা লাভ করা যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। সাথে সাথে নবীর প্রতি আন্তরিক মুহাব্বত ও পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য প্রকাশ পাবে এবং একথা জানা যাবে যে, আমরা এমন নবীর উম্মত যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট সর্বগুণে গুনান্বিত, রহমতের ভান্ডার, উম্মতের কান্ডারী, ইহকালিন সুখ-শান্তি ও পরকালিন মুক্তিদাতা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমি লেখকের কল্যাণ কামনা করি। যাতে তিনি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গৃহীত হন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের খেদমতকে কবুল করুন। আমীন।

(মাওলানা মোহাম্মদ আবু বকর ছিদ্দিক ফারুক্বী)

এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়ার শায়খুল হাদীস এবং ও.এ.সি. বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান, উস্তাযুল 'উলামা হযরতুল 'আল্লামা, আলহাজ্ব মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী (মা.জি.আ.)-এর

অভিমত

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين قائد الغر المحجلين الذى شرح الفرقان باحاديثه و بيانه القويم و كشف عن اسراره غوامضه لهداية الناس اجمعين و انقذنا بحسن سيرته من الظلمات و الضلال المبين و على اله الطيبين و اصحابه الطاهرين الذين باشاعة الدين المتين و على ازواجه الطاهرات امهات المؤمنين و على جميع الأئمة التابعين من المفسرين و المحدثين المخلصين الكاملين الى يوم الدين

اما بعد !

আল্লাহ তা'আলা অতি সুন্দর, তিনি সুন্দরকেই ভালবাসেন। তাই তিনি এ বিশ্ব ভ্রাম্মন্ডকে অতি চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন। বিশ্ব জগতের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী চিন্তাশীল মননে রেখাপাত করে। সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন, কুলকায়েনাতের রূহ হলেন তাঁরই প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'জামালে মোস্তাফা' সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে। তিনি তাঁকে এমন সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন যাঁর তুলনা বিরল। অতুলনীয়, অনিন্দ্য সুন্দর ও অতি আকর্ষণীয় মনোহর বর্ণের এ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এরশাদ করেছেন "انا مراة جمال الحق" আমি আল্লাহ তা'আলার সৌন্দর্যের আয়না স্বরূপ। ড. ইকবাল (রহ.) কতই না সুন্দর বলেছেন-

مصطفٰے آئینہ روئے خداست + منعکس دروے ہمہ خوئے خداست

মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোদা দর্শনের দর্পণ, তিনি আল্লাহর সমুদয় চরিত্রের/গুণাবলীর প্রতিচ্ছবি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক যেন পূর্ণিমার চন্দ্র, চলমান সূর্যের ন্যায় আলোক উজ্জ্বল, যাঁর আলোকচ্ছটা রাতের অন্ধকারে বিচ্ছুরিত হতো। তিনি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি। নূরানী এ মহামানবের শারীরিক গঠন ও তাঁর অতি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যাবলী মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করে। মানুষ তাঁর রূপ-সৌন্দর্য দেখে এমনভাবে বিমোহিত হয়ে পড়ে যে, নিজেদের প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না। তাইতো তাঁরা নিজেদের সব কিছুই নবীর জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

নবী করীম রঊফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারীরিক সৌন্দর্য ও এর অতি আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সম্বলিত অত্র **"হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম"** পুস্তিকাটি আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম রচনা করেছেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিঞ্চিত সৌন্দর্য পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। যাকে "জামালে মোস্তাফা" বলা হয়। যদিও নবীজীর রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। কবি শেখ সা'আদী (রহ.) যথার্থই বলেছেন-

لایمکن الثناء کما کان حقہ + بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

"অসম্ভব বয়ান করা আপনার শান
বলা যায় শুধু আল্লাহর পরই আপনার স্থান"।

পাঠক অত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্য সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা লাভ করতে পারলেই লেখকের কষ্ট স্বার্থক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আল্লাহ লেখককে হায়াতে তৈয়্যেবা দান করুন আমিন।

আমি এ পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

১৯/২/১৪ইং

(আলহাজ্ব হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী)

ভাইস-চেয়ারম্যানের কথা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুমিনের ঈমান, আর ঈমানের মূলদাবী হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসা। নবীকে ভালবাসা অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসা। মুসলমানদের এটা মৌলিক 'আক্বিদা বিশ্বাস। সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন হলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নিজ কুদরতী হাতে অনিন্দ্য সুন্দর ও অতুলনীয়-উপমাবিহীনভাবে মহান আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য্যতা ও সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে নিজেদের জান-মাল কুরবান করেছেন অকাতরে। পৃথিবীর ইতিহাসে যার কোন নযীর নেই। তিনিও (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ করুণা-স্নেহ, মায়া-মমতায়, তাদেরকে আপন করে নিয়েছেন। দোযখী থেকে বেহেস্তী বানিয়েছেন। বর্বর অশিক্ষিত একটি জাতিকে সাফল্য ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আরোহন করিয়েছেন। তাঁদেরকে সভ্যতার মহাকাশে জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল নক্ষত্র বানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে যাঁকেই অনুসরণ করা হউক না কেন মুক্তি নিশ্চিত হবে।

আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক, বিখ্যাত **'ইমাম মুসলিম (রহ.): জীবন ও কর্ম** এবং **'নূর তত্ত্ব'** গ্রন্থদ্বয়ের লেখক মাওলানা ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী বশরী অবয়বের একটি ধারণা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মুখনিঃসৃত বর্ণনা থেকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। তা-ই পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। মূমিনের ঈমান জাগরুক করার জন্য বইখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের খেদমত কবুল করুন। আমিন !

মুহাম্মদ আলমগীর
ভাইস-চেয়ারম্যান
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের বক্তব্য

সমস্ত প্রশংসা মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম, অনন্য-উপমাবিহীনভাবে সৃজন করেছেন। যাকে সর্বশেষ নবী ও সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন, করুণার আধার ও উম্মতের কান্ডারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যাঁর রূপ-সৌন্দযের বর্ণনা বিরল। যিনি চলমান সূর্যের ন্যায় দ্যদীপ্যমান। পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতির্ময় অতি উজ্জ্বল মনোহর বর্ণের ছিলেন বলে সাহাবীদের (রা.) মূখনিঃসৃত বাণী থেকে প্রতিয়মান হয়।

আমাদের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ পর্যালোচনা পুর্বক নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী শরীর মোবারকের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। যা মূমিন-বিশ্বাসীকে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। গবেষণা ও সেবা ধর্মী প্রতিষ্ঠান আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন মুসলিম সমাজে অত্র গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ প্রকাশের এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্য-উপাথ্য ও দলীল-প্রমাণ খুবই নির্ভর যোগ্য। গ্রন্থটির উপস্থাপনা দেখে এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়ার সম্মানিত শায়খুল হাদীস এবং ও.এ.সি. বাংলাদেশের সম্মানিত চেয়ারম্যান হযরতুল 'আল্লামা হাফিয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী মা.জি.আ. সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অত্র প্রকাশনায় মুদ্রণ প্রমাদও থাকা অস্বাভাবিক নয়। আশা করি কোন ভুল-ভ্রান্তি নযরে আসার পর আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশা-আল্লাহ।

যাঁদের সহযোগিতা ও মহানুভবতায় গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়েছে তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের নবীপ্রেম ও মুহাব্বত কবুল করুন। আমিন !

মোহাম্মদ নুরুন্নবী
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন

মুখবন্ধ

نحمده و نصلى و نسلم على رسوله الكريم و على اله و اصحابه اجمعين اما بعد!

আমি আমার নই। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের। বৈচিত্রে ভরপুর সৃষ্টির রূপায়নে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর কলাকৌশল চিন্তাশীল মননে গভীর রেখাপাত করে। সৃষ্টি জগতের প্রাণ, করুণার আধার আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর মোবারক আল্লাহ তা'আলার প্রথম সৃষ্টি। সে নূর মোবারক হতে অনন্ত অসীম দয়ালু প্রভু তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন সুনিপুনভাবে যাতে কোন ধরণের খুঁত নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাশরীয়তের অবয়বে সমগ্র সৃষ্টির নবী ও রাসূল রূপে প্রেরণ করে সৃষ্টি জগতের প্রতি তিনি বড়ই ইহসান করেছেন। যাঁর কোন তুলনা-উপমা নেই। যাঁর পদতলে ধরণীতল, যাঁর সৌন্দর্য ও ভালবাসায় বিমুগ্ধ হয়ে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, আশরাফুল মাখলুকাত, মানুষ নিজেদের জীবন, ধন-দৌলত অকাতরে বিলিন করে ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধি ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করেছেন। মিসরের রমনীকুল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর রূপ-লাবন্য দেখে নিজেদের আঙ্গুল কুরবানী করেছে। কিন্তু আমাদের আক্বা-মনিব নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে সাহাবীগণ (রা.) নিজেদের জান কুরবান করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নযীর বিরল।

নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন আমরা তা বিশ্বাস করি। তাঁর হুকুম পালন করি, তাঁর কথা মানি, তাঁর সন্তোষ্টি কামনা করি। কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেমন ছিলেন তা জানার জন্য আমরা উদগ্রীব থাকি। সালাতু-সালামের তোহফা যখন তাঁর সমীপে পেশ করি তখন তাঁর একটি মানবীয় রূপ হৃদয়ে ভেসে উঠে। মূলত যা কল্পনা-স্মরণ করি তার চেয়ে তিনি

অনেক বেশী সুন্দর ও আকর্ষণীয়। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। কোন সৃষ্টি তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। শয়নে-স্বপনে কামনা করি কখন কামলি ওয়ালা নবী নিজ গুণে আমাদের দেখা দেবেন সে জন্য শতত চেষ্টিত ও চিন্তিত থাকি। যাঁরা সৌভাগ্যবান তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখা পেয়ে তাঁরা ধন্য হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। তথাপি আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন ছিলেন তার একটি বর্ণনা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মুখনিঃসৃত বর্ণনা থেকে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রয়াস হল এই **"হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম"**।

বিশ্বের ভাষা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা হল আরবী ভাষা। যা আল-কুরআনের ভাষা ও সাথে সাথে জান্নাতের বাসিন্দাদের ভাষাও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সৌন্দর্য যথাযথভাবে বর্ণনা করা অসম্ভব, শিল্পীর তুলি তাঁর জ্যোতির্ময় চিত্র অংকনে অক্ষম, কবির কাব্যমালা, লেখকের লিখনী তাঁর সৌন্দর্য বিকাশে অপারগ। তথাপি তাঁর প্রেমে মত্ত সাহাবীগণ (রা.) সাধ্যানুযায়ী বর্ণনা করেছেন। আর সাহাবীগণ (রা.) 'ইলমে শরী'আত ও মা'রিফাতের পাশাপাশি তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনাও বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছিয়ে দিয়ে গেছেন। (আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন)। রহমতের নবী নিজ গুণে আমাদেরকে দেখা দেবেন, পরকালে শাফা'আত করবেন, লেওয়া-এ-হামদে আশ্রয় দেবেন, হাউদ্বে-কাওসারের পানি পান করাবেন, মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা লাঘব করবেন, মৃত্যুর সময় কলেমার তালক্বীন দান করবেন, নূরানী চেহরা মোবারক দেখাবেন, মনের বাসনা পূর্ণ করবেন।

আমাদের 'আক্বীদা-বিশ্বাস মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং হাযির-নাযির, আমাদের আমল সমূহ প্রত্যক্ষ করেন এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, কিন্তু আমরা ঐ স্তরে পৌঁছিনি যাতে তাঁকে দেখতে পারি। এটা আমাদের ঈমানী দূর্বলতা। এমন অনেক মহামনীষী রয়েছে যাঁরা জাগ্রত অবস্থায় তাঁকে (সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখেছেন। এটা আশেক্ব-মা'শুকের স্তর। অনেক ভাগ্যবানদের তিনি স্বপনে সাক্ষাৎ দিয়ে ধন্য করেছেন। এমন অজস্র বর্ণনা বিদ্যমান আছে। যা রহমতুল্লিল 'আলামীনের বিশেষ মেহেরবানী ও নেগাহে করম।

শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি মরক্কো হাসান সানী ইউনিভার্সিটির পি-এইচ.ডি গবেষক সাঈদ আহমদ সাইফ [Saeed Ahmad Al-Tunaiji, Sharjah] ও হাটহাজারী জামেয়া অদুদিয়া সুন্নিয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদ্‌রাসার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যক্ষ হযরতুল 'আল্লামা মোহাম্মদ ছৈয়দ হোসাইন সাহেবের প্রতি যাঁরা বিভিন্নভাবে উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাঁদেরকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করুন। আরো শোকরিয়া ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি এশিয়া বিখ্যাত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শায়খুল হাদীস হযরতুল 'আল্লামা উস্তাযুল 'উলামা হাফেয মুহাম্মদ সোলায়মান আনছারী ম.জি.আ. শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও অত্র গ্রন্থটি মূল্যায়ন পূর্বক সুচিন্তিত অভিমত দিয়েছেন।

যাঁদের বই থেকে তথ্য-উপাথ্য সংগ্রহ করেছি আমি তাঁদের প্রতি চির ঋণী।

পরিশেষে ওহে আল্লাহ ! আমাদের সকলকে নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ করুন, নব চেতনায় উজ্জীবিত করুন, উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করুন, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ভেদাভেদ ভুলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমিন !

وماتوفيقى الا بالله العلى العظيم

নিবেদক

মে ২০১৪খৃ.

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম
নেয়ামত আলী ম্যানশন
হেদায়ত আলীর বাড়ী
নাঙ্গলমোড়া, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আল্লাহ তা'আলার অনুপম ও সর্বোত্তম সৃষ্টি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ স্বীয় নূর হতে তাঁকে কুদরতের হাতে বেনযীর বেমেসাল তুলনাবিহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর অপরাপর সৃষ্টি প্রিয় হাবীবের নূর হতে সৃজন করেছেন। সর্বোচ্চ স্তর 'হাবীব'-এর মাকামে অধিষ্ঠিত তিনি। ছায়া বিহীন কায়া বিশিষ্ট এ নূরী মহা মানব মূমিনের ধ্যানের ছবি, নূরের রবি। তাঁর শরীর মোবারক অতি পবিত্র, বরকতময় ও সুগন্ধি বিশিষ্ট। তাঁর শরীর মোবারক স্পর্শিত কবরের ধুলা-বালি 'আরশে 'আযীমের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ও ফযীলত ওয়ালা। তাঁর নূরানী প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মোবারকে আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা প্রস্ফুটিত। তাঁর ব্যবহার্য সব কিছুই অতি মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতমন্ডিত। এমন নূরানী নবীকে মুমিন যখন স্মরণ করেন, সালাতু সালাম পাঠ করেন তখন হৃদয়ের মণিকোঠায় এক ঐশ্বিরিক অবয়ব গঠন করে তৃপ্তি লাভ করার চেষ্টা করেন। শয়নে স্বপনে যা কল্পনা করা হয় তার চেয়ে কোটি গুণ সুন্দর তিনি। সকলে আল্লাহর হাবীবকে দেখতে চায়। কেননা যেহেতু তিনি সৃষ্টি জগতের প্রাণ স্পন্দন, সকল সৃষ্টির চাওয়া-পাওয়া। তাঁরই ধ্যানে ব্যাকুল সৃষ্টি জগত। মূমিন যখন নবীজীকে স্মরণ করেন তখন সাহবীদের (রা.) মুখনিঃসৃত বক্তব্য মূলে তাঁকে কল্পনা ও স্মরণ করা যায়। আর যাঁরা ভাগ্যবান নবীজী স্বয়ং তাঁদের দেখা দিয়ে ধন্য করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি উম্মত ভালবাসায় মত্ত থাকেন। নবীর ভালবাসা ও মমত্ববোধ উম্মতের প্রতি চিরন্তন। উম্মতের মায়ায় নবী সব সময় চিন্তিত থাকেন। উম্মতের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন। এমন দয়া ও রহমতের সাগর নবীকে একটু ধ্যান-স্মরণ করে নিই-

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত বারা ইব্ন 'আযিব (রা.) বলেন,[১]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس وجهًا ، و احسنه خلقا ، ليس بالطويل الذاهب , ولابالقصر -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক ও চরিত্র সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম ছিল। হাটার সময় তাঁকে না লম্বা না বেঁটে মনে হতো।

হযরত বারা (রা.) কে কেউ প্রশ্ন করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক কি তরবারীর মত চকচকে ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, না, বরং চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ছিলেন।[২]

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক কি তরবারীর মত চকচকে ছিল ? তিনি বললেন, না, বরং চলমান সূর্য ও চন্দ্রের মত।[৩]

হযরত 'আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক সকল মানুষ অপেক্ষা সুন্দরতম এবং তাঁর রং ছিল সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল । যিনিই তাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি তাঁকে পূর্ণিমার চন্দ্রের সাথে তুলনা

১. ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুন নবুয়্যাত, খ. ১, পৃ. ১৯৪; ইমাম বুখারী : আল-জামি', কিতাবুল মানাকিব-বাবু সিফাতিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম; ইমাম মুসলিম : আল-জামি' কিতাবুল ফাদ্বায়িল-বাবু সিফাতিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

২. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯৫; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, কিতাবিল মানাক্বিব-বাবু সিফাতিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ফতহুল বারী : খ. ৬, পৃ. ৫৬৫; ইমাম তিরমিযী : শামায়েল (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মতিউর রহমান), পৃ. ১৬।

৩. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত , খ. ১, পৃ. ১৯৫।

করেছেন। তাঁর চেহরা মোবারকে ঘর্মবিন্দু মনে হতো যেন উজ্জ্বল মুক্তা।[৪]

হযরত কা'ব ইব্ন মালিক (রা.)-এর দৃষ্টিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক যেন চন্দ্রের টুকরা।[৫] তিনি বলেন, আমরা তাঁকে এরূপই চিনি।

হযরত আবূ ইসহাক্ব (রা.) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তুলনা কী রূপ, ? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর। তাঁর মত সুন্দর এর আগে বা পরে আর কাউকে দেখিনি।[৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহরা মোবারক আয়নার মত হয়ে যেত, যাতে বস্তু সমূহের ছবি দেখা যেত এবং দেওয়াল সমূহ তাঁর চেহরা মোবারকে দৃষ্টি গোচর হতো,[৭]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা সুন্দর আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর চেহরা মোবারকে যেন সূর্য চলছে।[৮]

হযরত হাস্‌সান ইব্ন সাবিত (রা.) কতইনা সুন্দর গেয়েছেন-[৯]

متى يبد فى الليل البهيم جبينه + يلح مثل مصباح الدجى الموقد

যখন অন্ধকার রাত্রে তাঁর কপাল মোবারক প্রকাশিত হতো, তখন অন্ধকার উজ্জ্বল প্রদীপের মত আলোকিত হয়ে উঠতো, আল্লাহ রাসূলের বিশিষ্ট খাদেম হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন,

৪. 'আল্লামা যারক্বানী : শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়া, খ. ৪, পৃ. ২২৫।

৫. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু সিফাতিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৬. আল-মীযান, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫।

৭. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮০।

৮. মিশকাতুল মাছাবীহ, পৃ. ৫১৮; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৬; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৯৪৪।

৯. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯১।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রং উজ্জ্বল ফর্সা। পবিত্র চেহরা মোবারকে ঘর্মবিন্দু মুক্তার মত দেখাতো।[১০]

হযরত 'আম্মার (রা.)-এর নাতী আবূ 'উবাইদা (রা.) মহিলা সাহাবী হযরত রুবাই' বিনতে মু'আভভিয (রা.) কে বললেন নবীজীর দৈহিক গঠন বর্ণনা করুন,[১১] তখন তিনি বলেন, তুমি যদি তাঁকে দেখতে তাহলে মনে করতে যে, উদয়মান সূর্য।

হযরত আনস (রা.) বলেন,[১২]

عن انس رضى الله تعالى عنه ، ما بعث الله نبيًا قط الا بعثه حسن الوجه ، حسن الصوت ، حتى بعث نبيكم صلى الله عليه و سلم فبعثه حسن الوجه ، حسن الصوت ـ

আল্লাহ তা'আলা কখনো কোন নবী প্রেরণ করেননি, তবে হ্যাঁ প্রেরণ করেছেন সুন্দর চেহরা বিশিষ্ট এবং সুন্দর আওয়াজ বিশিষ্ট, এমনকি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও প্রেরণ করেছেন সুন্দর চেহরা ও সুন্দর আওয়াজ বিশিষ্ট করে ।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন,[১৩]

عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه ، كان وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم كدارة القمر ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহরা মোবারক চন্দ্রের মত গোলাকৃতি।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন, একদা পূর্ণিমার রাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাল রঙের চাদর আবৃত করে শুয়েছিলেন। আমি একবার চন্দ্রের প্রতি তাকাই আরেকবার তাঁর

---

১০. মিশকাতুল মাছাবীহ, ৫১৬; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাদ্বায়িল হাদীস নং ৮২/২৩৩০; 'আল্লামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমু' আরবা'ইনাত.পৃ.১২৪।

১১. মাজমা'উস যাওয়ায়িদ, খ.৮, পৃ. ২৮০; ইমাম দারেমী : আস-সুনান, হাদীস নং ৬০; ইমাম ত্বাবরানী : আল-মু'জামুল কবীর, হাদীস নং ৬৯৬; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০০।

১২. ইবন 'আসাকির : তারিখু মদিনাতি দামেশক্ব, খ. ৪ পৃ. ৫-৬; 'আল্লামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমূ' আরবা'ইনাত, পৃ. ১১২।

১৩. 'আল্লামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমূ' আরবা'ইনাত, পৃ. ১০৮।

চেহরা মোবারকের দিকে তাকাই, শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চন্দ্র অপেক্ষা সুন্দর।[১৪]

'আল্লামা কুরতবী (রহ.) বলেন,[১৫]

لم يظهر لنا تمام حسنه صلى الله عليه وسلم لانه لو ظهر لنا تمام حسنه لما اطاقت اعيننا رؤيته صلى الله عليه وسلم ،

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য আমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। যদি তাঁর পূর্ণরূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা হতো, তাহলে আমাদের চক্ষু তাঁকে দেখতে সক্ষম হতো না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রং মোবারক

নবী করীম রউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর মোবারকের রং কি ধরনের ছিল তার তুলনা বিরল, এর পরেও তাঁর নক্ষত্র তুল্য সাহাবীগণ (রা.) যে বর্ণনা দিয়েছেন তার মাধ্যমে আমরা তাঁকে স্মরণ করতে পারি।

আল্লাহ রাসূলের খাদেম হযরত আনাস (রা.)-এর মুখে তাঁর রং মোবারকের বর্ণনা শুনি- তিনি বলেন,[১৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-নয় লম্বা নয় বেটে বরং মধ্যম গড়নের ছিলেন। উজ্জ্বল মনোহর বর্ণের যা অস্বাভাবিক সাদার মধ্যে লালচে ধরনের। শুধু সাদাও না তামাটে বর্ণেরও নয়। তাঁর চুল মোবারক কোঁকড়ানো পরিপাটি করানো নয় আবার ঝুলন্তও নয় বরং উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের।

জোরাইরী (রহ.) বলেন,[১৭]

---

১৪. ইমাম তিরমিযী : কিতাবুল আদাব, বাবু মা জাআ ফীর রোখসাতে।

১৫. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৭১; ইমাম তিরমিযী : শামায়েল (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মতিউর রহমান), পৃ. ৫।

১৬. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০১; ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু সিফাতিন নবী; ফতহুল বারী : খ. ৬, পৃ. ৫৬৪; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাদ্বায়িল, বাবু সিফাতিন নবী।

قال كنت أنا و ابو الطفيل نطوف البيت ، فقال ابو الطفيل : ما بقى احد راى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم غيرى ، قال : قلت وما رأيته ؟ قال : نعم ، قلت كيف كانت صفته ؟ قال : كان ابيض مليحًا مقصدًا

আমি এবং হযরত আবূত্ব ত্বোফাইল (রা.) বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতেছিলাম, আবূত্ব ত্বোফাইল (রা.) বলেন, আমি ছাড়া রাসূলকে দেখেছে এমন কেউ অবশিষ্ট নেই, রাবী বলেন, আমি বললাম আপনি কি তাঁকে দেখেছেন, তিনি (রা.) বললেন, হ্যাঁ, আমি বললাম তাঁর কিছু বর্ণনা করুন, তিনি বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন, লাবন্যময় সাদা। তিনি ছিলেন নয় মোটা নয় লম্বা বরং মধ্যম গড়নের।

হযরত মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (ক.) থেকে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা হযরত 'আলী (ক.) থেকে বর্ণনা করেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهر اللون -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উজ্জ্বল মনোহর বর্ণের।

হযরত মুহাররিশ আল-কা'বী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'ইরিনা থেকে 'উমরার জন্য ইহরাম পরিধান করলেন আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিঠের দিকে তাকালাম, ইহা যেন রৌপ্যের পিন্ড।[১৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[১৯]

---

১৭. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২০৪; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, কিতাবুল ফাদ্বায়িল, হাদীস নং ৯৮/২৩৪০; ইমাম বুখারী : কিতাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭৯০।

১৮. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান, কিতাবুল হজ্জ, বাবু দুখুলি মক্কা; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ৩, পৃ. ৪২৬।

১৯. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি', কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু ফী সিফাতিন নবী; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, খ. ২, পৃ. ২৫৮।

ما رأيت شيئًا احسن من النبى صلى الله عليه وسلم ، كان الشمس تجرى فى وجهه ، و ما رأيت احد أسرع فى مشية منه ، كان الارض تطوى له ، إنا لنجتهد ، وانه غير مكترث -

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে সুন্দর অন্য কিছু দেখিনি। যেন তাঁর চেহরা মোবারকে সূর্য চলছে। আমি তাঁর চেয়ে অধিক দ্রুতগামী অপর কাউকে দেখিনি, পৃথিবী যেন তাঁর জন্য সংকোচিত, নিশ্চয় আমরা চেষ্টা করি, তিনি এ বিষয়ে অনাগ্রহী।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ও নূরানী চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত সুন্দর ও খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[২০]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ضليع الفم ، اشكل العينين -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় মুখ, বড় চোখ পায়ের গোড়ালী কোমল ও সুশ্রী ছিল।

অপর এক বর্ণনায় হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[২১]

عن جابر بن سمرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت اذا نظرت اليه قلت : اكحل العينين ، و ليس باكحل ، وكان فى ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة و كان لايضحك الا تبسمًا -

আপনি যখন তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন, দেখতে পাবেন তাঁর চোখ মোবারকে সুরমা লাগানো, অথচ তিনি সুরমা ব্যবহার করেননি। তাঁর পায়ের গোড়ালী কোমল ও সুশ্রী তিনি মুচকী হাসি ছাড়া অট্ট হাসি দিতেন না।

হযরত মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী (ক.) তাঁর পিতা হযরত 'আলী থেকে বর্ণনা করেন।[২২]

---

২০. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', কিতাবুল ফাদ্বায়িল-বাবু সিফাতি ফামিন নবী; ইমাম তিরমিযী : আল-জামি', কিতাবুল মানাক্বিব-বাবু ফী সিফাতিন নবী।

২১. ইমাম তিরমিযী : কিতাবুল মানাক্বিব-বাবু ফী সিফাতিন নবী।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين ، و اهدب الاشفار ، مشرب العين بحمرة ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ বড় ছিল, এর পাতা ছিল লম্বা, চোখের সাদা অংশের মধ্যে কিছুটা লালছে ছিল।

অপর এক বর্ণনায় হযরত 'আলী (ক.) বলেন,[২৩] তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চোখের পুতলী মোবারক ছিল কালো বর্ণের।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চোখ মোবারকের এমন অতি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে স্বয়ং প্রভুকে অবলোকন করেছেন, খোদার খোদায়ী দেখেছেন।

হযরত 'আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন,[২৪]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربى عز و جل فى احسن صورة ـ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার প্রভুকে সুন্দরতম আকৃতিতে দেখেছি।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন, নিশ্চয় নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রভুকে দু'বার দেখেছেন। একবার কপালের চক্ষু দ্বারা আরেকবার অন্তরের চক্ষু দ্বারা। তিনি আরো বলেছেন,[২৫]

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ.) কে বন্ধুত্ব, মুসা (আ.) কে আলাপ এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সাক্ষাত দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রভুকে অনেকবার দেখেছেন।

---

২২. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২; ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ, হাদীস নং ৬৪৮।
২৩. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১২-২১৩।
২৪. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৬৯।
২৫. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১১৭; জালালুদ্দিন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ১৬১।

হযরত সাওবান (রা.) বলেন,[২৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে যমীনকে জড় করলেন। অর্থাৎ জড় করে হাতের তালুর মত করে দিলেন, এমনকি আমি সমগ্র যমীন এবং পূর্ব-পশ্চিম দেখে নিলাম।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,[২৭] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য দুনিয়ার পর্দা সমূহ তুলে দিয়েছেন, সুতরাং আমি দুনিয়া এবং তাতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা হবার সব কিছু এরূপ দেখেছি যেমন আমার এ হাতের তালুকে দেখছি।

হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা.) বলেন,[২৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের আলোতে যেরূপ দেখতেন রাতের অন্ধকারেও সেরূপ দেখতেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[২৯] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নিশ্চয় আমি আমার পিছনে সেরূপ দেখি, যেরূপ আমার সম্মুখে দেখি।

তিনি আরো বলেন,[৩০] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার মুখ শুধু কিবলার দিকেই দেখছ ? আল্লাহর শপথ ! আমার কাছে না তোমাদের রুকু' লুকায়িত না তোমাদের বিনয়-নম্রতা। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন হতেও দেখি।

---

২৬. ইমাম মুসলিম : আল-জামি' খ. ২, পৃ. ৩৯০।
২৭. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০৪।
২৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬০; 'আল্লামা যারক্বানী ; প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৩।
২৯. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যাত, পৃ. ৩৭৭; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬১; 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮২।
৩০. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৫২।

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন,[৩১] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তা দেখি যা তোমরা দেখনা।

মোদ্দা কথা : উজ্জ্বল দিন ও অন্ধকার রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবলোকনে কোন তারতম্য নেই। কেননা যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রচ্ছন্ন বিষয়ের অবগতি এবং অন্তরস্থ বিষয়াবলীর পূর্ণ উপলব্ধি দান করেছেন, অনুরূপভাবে তাঁর চক্ষু মোবারকেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব বিষয়ের উপলব্ধি দান করেছেন।[৩২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ মোবারক প্রশস্ত, গন্ডদেশ মসৃণ, সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ও মধুর কণ্ঠ ছিল। মধুর কণ্ঠ ছাড়াও তাঁর কণ্ঠস্বর এত উঁচু ছিল যে, যতদূর আওয়াজ পৌঁছত অন্য কারো আওয়াজ পৌঁছত না। হাজার হাজার লোকের সমাবেশে যে ব্যক্তি সবার আগে থাকত সে যেরূপ তাঁর আওয়াজ শুনতো, সবার পিছনে যে ব্যক্তি থাকতো সেও অনুরূপ শুনতে পেতো।[৩৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ মোবারক হল এমন মুখ যার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী বের হতো। যা দিয়ে কখনো প্রবৃত্তি প্রসূত কোন কথা বের হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৩৪]

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

"তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না, এতো ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"।

---

৩১. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৪৫৭।
৩২. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮২; 'আল্লামা শফি উকাড়ভী : যিক্‌র-এ-জামীল, (বঙ্গানুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন) পৃ. ৮৪।
৩৩. 'আল্লামা শফি উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬।
৩৪. সূরা নাজম : আয়াত নং ৩-৪।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমি যা কিছু শুনতাম তা লিখে রাখতাম, কুরাইশরা আমাকে বলল, তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক কথা লিখা উচিৎ নয়। কেননা মানবীয় দূর্বলতা বশত ক্রোধ ও রাগের সময় এমন কথা বের হতে পারে যা লিখার যোগ্য নয়।

অতঃপর আমি লিখা হতে বিরত রইলাম এবং এ কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আরয করলাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি অবশ্যই লিখবে, আর আঙ্গুল দিয়ে তাঁর মুখে ইঙ্গিত করে বললেন,[৩৫]

فوالذى نفسى بيده مايخرج منه الا حق

আল্লাহর কসম ! যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ রয়েছে, এ মুখ থেকে সর্বাবস্থায় সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বের হয় না।

হযরত বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা.) বলেন,[৩৬] হুদায়বিয়ার দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার কূপ সংলগ্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন প্রায় চৌদ্দশত সাহাবা (রা.)। সহাবাগণ (রা.) হুদায়বিয়ার কূপের সমস্ত পানি বের করে ফেললেন। এ সংবাদ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছাল তখন তিনি ঐ কূপে তাশরীফ আনলেন এবং তাঁর কিনারায় বসে এক পাত্র পানি আনতে বললেন, অতঃপর ওযু করলেন এবং মুখে পানি দিয়ে কুলি করে তা কূপে নিক্ষেপ করতঃ দু'আ করলেন, আর বললেন, কিছুক্ষণ তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দাও। অতঃপর ঐ কূপে এ পরিমাণ পানি জমা হয়ে যায় যে, সকল সাহাবা ও তাঁদের বাহন প্রায় বিশ দিন যাবত পরিতৃপ্ত সহকারে পানি পান করেছেন।

হযরত জাবির (রা.) খন্দক যুদ্ধের সময় সামান্য খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে

---

৩৫. ইমাম আবূ দাউদ : আস্ সুনান, কিতাবুল 'ইলম।
৩৬. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৩।

এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! সামান্য খাবার আছে আপনি কয়েকজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে আসুন। তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যাও ! তোমার স্ত্রীকে বলে দিবে আমি না আসা পর্যন্ত হাড়ি যেন চুলা থেকে না নামায় এবং রুটি তৈরি না করে। আর উচ্চ স্বরে ঘোষণা দিয়ে ফরমালেন, হে পরিখা খননে লিপ্ত সাহাবীগণ ! জাবির আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন, সবাই চলো। হযরত জাবির (রা.) বলেন, এ ঘোষণা শুনে আমি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলাম এবং বিবিকে বললাম, হে সৌভাগ্যবতী ! নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মুহাজির, আনসার ও অপরাপর সাথীদের নিয়ে তাশরীফ আনছেন। জাবিরের স্ত্রী বলল, আপনি কি ওটা বলেননি যে, খাবারের আয়োজন খুব সংক্ষেপ ? জাবির বললেন, হ্যাঁ ! সে বলল, তা হলে চিন্তার কোন কারণ নেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন, অতঃপর আমি ঠাসা করা আটা তাঁর সম্মুখে আনলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওতে তাঁর মুখের থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন এবং বরকতের দু'আ করলেন, অতঃপর হাঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন, তাতেও তাঁর থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন, এবং বরকতের জন্য দু'আ করলেন, খাবার যখন তৈরি হলো তখন বিতরণ শুরু করলেন। হযরত জাবির (রা.) শপথ করে বলেন, সাহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করেছেন। কিন্তু তারপরও খাবার সেরূপ থেকে যায় যেন কেউ আহারই করেনি।[৩৭]

হযরত হোবাইবের পিতা হযরত ফোদাইক (রা.)-এর চক্ষুদ্বয় সর্পের ডিমের উপর পা রাখার কারণে জ্যোতিহীন হয়ে যায়। উভয় চক্ষু দ্বারা কিছুই দেখতেন না। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চক্ষুদ্বয়ে থুথু মোবারক দিলেন। তখন তিনি দৃষ্টিমান হয়ে গেলেন এবং সবকিছু দেখতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন,

৩৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ১, পৃ. ২২৭।

আমি তাঁকে দেখেছি যে, আশি বৎসর বয়সেও তিনি সূচের মধ্যে সূতা ঢুকাতেন।[৩৮]

হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) বলেন, খায়বার যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর চোখে আঘাত পেয়েছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডাকলেন আর নিজ মুখের থুথু মোবারক তাঁর চক্ষুদ্বয়ে নিক্ষেপ করলেন এবং দু'আ করলেন, অতঃপর তিনি তৎক্ষনাৎ সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন কোন সময় তাঁর চোখে আঘাত ছিল না।[৩৯]

ইমাম আ'যম কতই সুন্দর গেয়েছেন-[৪০]

و على من رمد به داويته + فى خيبر فشفى بطيب لماك

খায়বার যুদ্ধে যখন 'আলী (রা.)-এর চক্ষুদ্বয় আঘাত প্রাপ্ত হয়, আপনার থুথু মোবারক লাগানোর ফলে তখনই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

হযরত রিফ'আ (রা.) বলেছেন,

বদরের দিন আমার চোখে তীরের আঘাত লেগেছিল ফলে তা বিদীর্ণ হয়ে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে তাঁর থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন এবং দু'আ করলেন। অতঃপর তীরাঘাতের সামান্যতম কষ্টও আমার থাকেনি এবং চোখ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।[৪১]

এভাবে হযরত আবূ কাতাদা (রা.)-এর চেহরার আঘাত, হযরত সালমা ইব্ন আকওয়া (রা.)-এর পায়ের গোড়ালীর আঘাত, হযরত কলুসুম ইব্ন হোসাইনের বক্ষের আঘাত, হযরত মু'আয ইব্ন আফরা (রা.)-এর হাতের আঘাত, হযরত 'আলী ইব্ন হাফস (রা.)-এর পায়ের গোছার আঘাত হযরত হাবীব ইব্ন ইয়াফাস (রা.)-এর

৩৮. 'আল্লামা যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিব, খ. ৫, পৃ. ১৮৮; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ৬৯।
৩৯. ইমাম বুখারী : আল-জামি' , পৃ. ৬০৬।
৪০. কাসীদায়ে নো'মান।
৪১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২০৫।

কাঁধের আঘাত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থুথু মোবারকের উছিলায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।[৪২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাক মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাক মোবারক ছিল সুউচ্চ, লম্বা ও খুবই আকর্ষণীয়। যেমন ইমাম হাসান (রা.) তাঁর খালো থেকে বর্ণনা করেন,[৪৩]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واسع الجبين ، ازج الحواجب ، سوابغ فى غير قرن ، بينها عرق يدره الغضب ، اقنى العرنين ، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله اشم ، سهل الخدين ، ضليع الفم اشنب ، مفلج الاسنان ۔

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, প্রশস্ত কপাল, আকর্ষণীয় সুদীর্ঘ চোখের ভ্রু, যা যুক্ত ছিল না, রাগান্বিত হলে উভয়ের মধ্যখানে মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল সুগন্ধময় ঘর্ম বের হতো। সুউচ্চ, লম্বা চমৎকার জ্যোতির্ময় নাসিকা মোবারক নরম কুসুম-কোমল গাল মোবারক, বড় মুখ এবং উজ্জ্বল দাঁত মোবারক বিশিষ্ট ছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওষ্ঠ ও দাঁত মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওষ্ঠ মোবারক অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং সামান্য লাল দেখাতো। দাঁত মোবারক উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান ছিল এবং অত্যন্ত চকচকে ও পরিস্কার ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কথা বলতেন সম্মুখ ভাগের দাঁত থেকে নূর বের হতো। তিনি যখন মুসকি হাসতেন দেওয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে উঠতো।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন,[৪৪]

৪২. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪৬।

৪৩. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৪; ইমাম তিরমিযী : শামায়েল, প্রাগুক্ত পৃ.১৮

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج الثنيتين اذا تكلم رأى كالنور يخرج من بين ثناياه ۔

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনের দাঁত মোবারক প্রশস্ত ছিল। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন দাঁত সমূহ থেকে আলোকচ্ছটা বের হতো।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৪৫]

ان النبى صلى الله عليه وسلم اذا ضحك يتلألأ فى الجدر ۔

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাসতেন, তখন দাঁত সমূহ থেকে নূরের কিরণ বের হতো, যা থেকে দেওয়াল সমূহ আলোকিত হয়ে উঠতো।

প্রায় সময় তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসকি হাসতেন তবে কখনো এ পরিমাণ হাসতেন যে, তাঁর দাঁত মোবারক প্রকাশ পেয়ে যেতো। তিনি প্রায় সময় মিসওয়াক করতেন। তিনি মিসওয়াক না করে কোন নামায পড়তেন না।

তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,[৪৬] সর্বদা মিসওয়াক কর, কেননা তা হলো মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। তিনি আরো বলেছেন, দু'রাকা'আত নামায মিসওয়াক করে পড়া তা মিসওয়াক বিহীন সত্তর রাক'আত অপেক্ষা উত্তম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহ্বা মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহ্বা মোবারক অত্যন্ত পবিত্র, জ্ঞান ও সাহিত্যের, ভাষার সাবলীলতা ও অলংকারিত্বের, হক্ব ও সত্যতার, বিনয় ও ভালবাসার প্রস্রবণ ও বিকাশস্থল ছিল। তাঁর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা

৪৪. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৮।

৪৫. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ.১,পৃ.৮৪; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭৫

৪৬. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬।

মধুর মত মিষ্ট ছিল। হক্ব ও বাত্বিলের মধ্যে পার্থক্যকারী, উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট এবং যাবতীয় দোষ-ত্রুটি মুক্ত অর্থাৎ সীমালংঘন, সীমাহ্রাস, মিথ্যা, গীবত, দূর্ব্যবহার ও অশ্লীল বাক্যালাপ ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল। তাঁর কথামালা যেন মুক্তার ন্যায় ঝড়ে পড়ছে।[৪৭]

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন জ্ঞান দান করেছেন যাতে প্রত্যেক ভাষার পারিভাষিক বৈশিষ্ট্য সহকারে তিনি কথা বলতে পারতেন। যখন তিনি অন্য ভাষায় কথা বলতেন তখন সে ভাষার ব্যাকরণ বৈশিষ্ট্য ও অলংকার অনুযায়ী বলতেন যা শুনে ভাষাবিদগণ অবাক হয়ে যেতো। কোন ব্যক্তি যখন নিজ দেশের ভাষায় কথা বলতেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর দেশের ভাষায় কথা বলতেন। এটা ছিল তাঁর জিহ্বা মোবারকে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ শক্তি ও ক্ষমতা।[৪৮]

হযরত সালমান ফারসী (রা.) তাঁর জীবন বৃত্তান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনালেন এক ইয়াহুদী দোভাষীর মাধ্যমে, হযরত সালমান ফারসী নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করলেন এবং ঐ সমস্ত লোকদের দূর্নাম করলেন যারা তাঁকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট আসতে বারণ করেছিল। দোভাষী মনে মনে বলল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ফার্সী জানেন না, তাই সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ ! সালমান তো আপনাকে মন্দ বলেছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সে তো আমার প্রশংসা করেছে এবং ঐ কাফিরদের দূর্নাম করেছে যারা মানুষকে আমার কাছে আগমন করতে বারণ করে। এ কথা শুনে ইয়াহুদী বললেন,

فقال اليهودى يا محمد قد كنت قبل هذا اتهمك و الان تحقق عندى انك رسول الله و اشهد ان لااله الا الله و اشهد انك رسول الله -

৪৭. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৯৯।
৪৮. ক্বাযী 'ইয়াদ্ব : আশ-শিফা, খ. ১, পৃ. ৪৪।

হে মুহাম্মদ ! নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে আমি আপনাকে মন্দ জানতাম, এখন আমার কাছে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। অতএব, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।[৪৯]

প্রত্যেক জীব-জন্তুর ভাষা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতেন এবং তাদের সাথে কথা বলতেন, যেমন- বনের হরিণী সাক্ষ্য দিল-

اشهد ان لااله الا الله وانك رسول الله -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরোধে বেদুইন হরিণীকে ছেড়ে দিল, অতঃপর হরিণী মুক্ত হতেই অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে খুব দ্রুত পদে লাফিয়ে লাফিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল এবং এটা বলছিল আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই আর আপনি আল্লাহর রাসূল।[৫০]

সেদিকে ইঙ্গিত করে ইমাম আ'যম (রহ.) বলেন,[৫১]

(১) و الذئب جاءك و الغزالة قد اتت + بك تستجيرو تحتمى بحماك
(২) و كذا الوحوشى اتت اليك و سلمت + و شكا البعير اليك حين راك
(৩) و دعوت اشجارًا اتتك مطيعة + و سعت اليك مجيبة لنداك
(৪) و عليك ظللت الغمام فى الورى + و الجزع حن الى كريم لقاك

১. নেকড়ে বাঘ আপনার কাছে এসে আপনার সত্যায়ন করেছে, হরিণী বন্দী অবস্থায় আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং সে আপনার সুপারিশে মুক্তি পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

৪৯. হালবী : সিরাতুল হালবিয়া, খ. ১, পৃ. ১৮২।
৫০. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৫০; আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যাত, পৃ. ৩২০।
৫১. ইমাম আ'যম : ক্বাসীদায়ে নো'মান।

২. অনুরূপভাবে বন্য পশুরা এসে আপনাকে সালাম করেছে এবং উট যখন আপনাকে দেখেছে, তখন আপনার সমীপে আর দূরাবস্থার অভিযোগ করেছে।
৩. আপনি বৃক্ষরাজিকে ডেকেছেন, তখন সে গুলো আদেশ পালন করতঃ আপনার সমীপে দৌড়ে উপস্থিত হয়ে যায়।
৪. আর মেঘমালা আপনাকে ছায়া দিয়েছে এবং উস্তনে হান্নানা আপনার বিরহে কেঁদেছে।

ইমাম সুয়ূত্বী (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে,[৫২] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সাহাবীকে একই দিনে বিভিন্ন দেশের বাদশাহদের দরবারে পাঠালেন, অতঃপর তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে না পড়ে না শিখে সেদশের ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন।

ان النبى صلى الله عليه وسلم لما وجه رسله الى الملوك فخرج ستة نفر منهم فى يوم واحد فاصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه اليهم -

তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জিহ্বা মোবারকের এমনই প্রভাব ছিল যে, তিনি যা বলতেন তা-ই হয়ে যেত। তাঁর কথার ব্যত্যয় ঘটত না। জনৈক ওহি লেখক পরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে বললেন, ان الارض لا تقبله মাটি তাকে গ্রহণ করবে না। তার মৃত্যুর পর দেখা গেল তাকে দাফন করার পর মাটি তাকে উপরে তুলে দিয়েছে।[৫৩]

এক ব্যক্তি অহংকার বশতঃ বাম হাতে খাবার খাচ্ছিল নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ডান হাতে খাও। সে বলল, ডান হাতে খেতে পারি না। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, এ রূপ হয়ে যাও। ফলে তার ডান হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল।[৫৪]

---

৫২. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২।
৫৩. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫৩৫।
৫৪. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫৩৬।

এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্ব কি প্রত্যেক বৎসর ফরয ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন, - قال لا و لو قلت نعم لوجبت না, আর আমি যদি হ্যাঁ বলে দিতাম তাহলে প্রত্যেক বৎসর ফরয হয়ে যেতো।[৫৫]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৫৬]

এক সফরে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। চলার সময় তিনি ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.)-এর ক্রন্দনের আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতিমা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেরা কাঁদছে কেন ? তিনি (রা.) বললেন, পিপাসার কারণে। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকলকে আওয়াজ দিয়ে ফরমালেন, কারো কাছে পানি আছে ? কিন্তু কারো নিকট পানি ছিল না। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত ফাতেমাকে বললেন, এক জনকে আমার কাছে দাও। তিনি দিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে নিয়ে তাঁর বুক মোবারকে জড়িয়ে ধরলেন। বাচ্চাটি সে সময় খুবই ক্রন্দন করছিল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ জিহ্বা মোবারক বের করে মুখে দিলেন। তিনি চুষতে থাকেন যতক্ষণ না তিনি শান্ত হয়ে যান। আর ক্রন্দন করেননি। আর দ্বিতীয়জন যথারীতি ক্রন্দন করছিলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তাঁকেও আমার কাছে দাও। তিনি (রা.) দিলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাথেও ঐ রূপ করলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ে শান্ত হয়ে গেলেন। এরপর তাঁদের ক্রন্দনের আওয়াজ শুনেনি।[৫৭] তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সকল সৃষ্টির ভাষা জানতেন। সকল সৃষ্টি অপেক্ষা অধিক সাবলীল ভাষী ও অলংকার

---

৫৫. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ২২০-২২১।
৫৬. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২।
৫৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬২।

পূর্ণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিহ্বা মোবারক দিয়ে যা বের হতো সবই ওহী এবং তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিহ্বা দিয়ে যা বের হতো তা হয়ে যেতো আর তা আল্লাহরই আইনে পরিণত হতো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়ি ও চুল মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাড়ি মোবারক ঘন, অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছিল। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়ি মোবারকে তৈল ব্যবহার করতেন চিরুনীও ব্যবহার করতেন। তিনি কখনো কলপ ইত্যাদি ব্যবহার করেননি। কেননা তাঁর দাড়ি ও মাথা মোবারকের মধ্যে বিশটির অধিক সাদা চুল ছিল না।

হযরত আনাস (রা.) কে ইব্ন সীরীন প্রশ্ন করে বলেন,[৫৮]

هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب ؟ فقال لم يبلغ الخضاب كان فى لحيته شعرات بيض -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কলপ ব্যবহার করতেন ? হযরত আনাস (রা.) বলেন, তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কলপ ব্যবহারের প্রয়োজনই দেখা দেয়নি। তাঁর দাড়িতে দশখানা কেশ সাদা ছিল।

হযরত 'আলী (রা.) বলেন,[৫৯]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس و اللحية -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা ও দাড়ি মোবারক বড় ছিল।

হযরত সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (রা.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন,[৬০]

৫৮. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২৫৮।
৫৯. ইমাম তিরমিযী : আল-জামে', কিতাবুল মানাক্বিব, বাবু- মা জা ফী সিফাতিন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسود اللحية ، حسن الثغر -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি মোবারক কালো ও সুন্দর ভাবে খাঁজ কাটা ছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মোবারক খুবই সরু ও কালো ছিল যা দেখতে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। কোকড়ানো নয়, পুরাপুরি সোজাও নয় আবার বাঁকাও নয়। এ চুল মোবারক প্রায় সময় কানের লতি পর্যন্ত ঝুলে থাকতো। কখনো কাঁধ পর্যন্ত লম্বা হতো।

হযরত আনাস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,[৬১]

كان شعره بين الشعرين لا سبط و لا جعد بين اذنيه و عاتقه -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চুল মোবারক ঝুলন্ত নয়। কোঁকড়ানো পরিপাটি করাও নয়। দু'কানের লতি পর্যন্ত লম্বা থাকতো, কখনো স্কন্ধ পর্যন্ত লম্বা থাকতো। বর্ণিত আছে যে, তাঁর মাথা ও দাড়ি মোবারকে মোট দশ থেকে সতেরটি চুল সাদা ছিল।[৬২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গর্দান/স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ মোবারক এবং মোহরে নবুয়্যত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গর্দান মোবারক অত্যন্ত সুন্দর, দীর্ঘ রূপার মত সাদা উজ্জ্বল এবং সমতল ছিল।[৬৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৬৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্কন্ধ মোবারক যখন কোন সময় বস্ত্রহীন হয়ে যেতো তখন মনে হতো ইহা যেন রৌপ্যের পিন্ডের মত।

হযরত 'আলী (রা.) বলেন,[৬৫]

৬০. ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুন নবুয়্যত, খ. ১, পৃ. ২১৭।
৬১. ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২১৯।
৬২. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২০৭; 'আল্লামা শফি উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।
৬৩. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭৫।
৬৪. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান, কিতাবুল হজ্জ, বাবু দুখুলি মক্কা।

মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্তি ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমাকে তাঁর কাঁধে তুলে নিলেন। তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাঁধ মোবারকের শক্তির অবস্থা ছিল।

انى لو شئت نلت افق السماء -

যদি আমি ইচ্ছা করতাম তা হলে আসমানের কিনারা পর্যন্ত পৌছে যেতে পারতাম।

হযরত জাবের ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[৬৬]

رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده -

আমি মোহরে নবুয়্যতকে তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্কন্ধের পার্শ্বে কবুতরের ডিমের মত দেখেছি। রঙের দিক দিয়ে ওটা তাঁর শরীর মোবারক সদৃশ ছিল।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন,[৬৭]

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাদর মোবারক আমার প্রতি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, তোমাকে যে বিষয়ে হুকুম দেয়া হয়েছে তা দেখ। তখন আমি তাঁর মোহরে নবুয়্যতকে উভয় স্কন্ধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের মত দেখলাম।

হযরত জালহামা ইব্ন আরফাতা (রা.) বলেন, একবার আমি মক্কায় এলাম। তখন মক্কাবাসীরা দূর্ভিক্ষের কঠিন বিপদে জর্জরিত ছিল। কুরাইশ বংশের লোকেরা সমবেত হয়ে হযরত আবূ তালেবের কাছে এসে বলল, হে আবূ তালেব ! মানুষ কঠিন বিপদে পতিত হয়েছে। বের হউন এবং আল্লাহর কাছে বৃষ্টির প্রার্থনা করুন।

অতঃপর আবূ তালেব বের হলেন, তাঁর সাথে এমন একটি নূরানী শিশু ছিল যেন একটি সূর্য, যা কালো ঘনঘটা থেকে বের হয়েছে এবং তাঁর চার পাশে ছিল আরো ক'জন শিশু, আল্লাহর ঘরে পৌছে আবূ

---

৬৫. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৬৪।
৬৬. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২৫৯।
৬৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৯।

তালেব ঐ নূরানী শিশুর পৃষ্ঠদেশ, কা'বার দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে দিলেন। নূরানী শিশুটি আঙ্গুল দ্বারা আকাশের দিকে ইশারা করলেন সে সময় আকাশে কোন মেঘ খন্ড ছিল না। কিন্তু তাঁর ইঙ্গিতে চর্তুদিক হতে মেঘ মালা এসে যায় এবং এত বেশী বৃষ্টিপাত হলো যে, জঙ্গল থেকে পানির ফোয়ারা ছুটলো, পরিতৃপ্ত হয়ে গেল শহর ও গ্রামবাসী। দূর্ভিক্ষের বিপদও দূরীভূত হয়ে যায়। আবূ তালিব সে দিকে ইঙ্গিত করে কতই না সুন্দর বলেছেন,[৬৮]

وابيض يستسقى الغمام بوجهه + ثمال اليتمى عصمة للارامل
يلوذ به الهلاك من ال هاشم + فهم عنده فى نعمة و فواضل

১. সে ফর্সা রং বিশিষ্ট-যার নূরানী চেহরা মোবারকের অবদানে মেঘের পানি প্রার্থনা করা যায়। তিনি এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষাকারী।
২. বনু হাশেমের মত উচ্চমনা লোক ধ্বংস ও বিনাশের সময় তাঁর কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করে এবং তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে মহান নি'আমত লাভ করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বগল মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বগল মোবারকদ্বয় অত্যন্ত পবিত্র, পরিষ্কার ও সুগন্ধময় ছিল। তাঁর বগলের রং বিবর্ণ হতো না এবং তাঁর বগলে লোমও ছিল না।[৬৯]

হযরত আনাস (রা.) বলেন,[৭০]

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فى الدعاء حتى يرى بياض ابطيه -

---

৬৮. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১৯০; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৮৬।
৬৯. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৬; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩।
৭০. ইমাম বুখারী : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ৯৩৮।

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বৃষ্টির প্রার্থনার দু'আয় এ পরিমাণ উপরে হাত তুলতে দেখেছি যে, তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যাচ্ছিল।

হযরত জাবির (রা.) বলেন,[৭১]

كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سجد ، يرى بياض ابطيه -

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর বগলদ্বয়ের শুভ্রতা দেখা যেতো।

এক সাহাবী (রা.) বলেন,[৭২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মায়েয ইব্ন মালিক (রা.) কে তাঁর যিনার স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে প্রস্তর নিক্ষেপের মৃত্যুদন্ড প্রদানের হুকুম দিলেন তখন তাঁর শরীরের উপর পাথরের বর্ষন দেখে আমি দাড়িয়ে থাকার শক্তি হারিয়ে ফেলি- আমি পড়ে যাবার উপক্রম হলো। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, সে সময় তাঁর বগলের ঘর্ম আমার উপর ফোটা ফোটা হয়ে পড়ছিল, যা থেকে কস্তুরীর মত সুগন্ধ আসছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত ও বাহু মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের তালু ও বাহু মোবারক ছিল মাংসপূর্ণ, রেশম অপেক্ষা কোমল ও অত্যন্ত সুগন্ধময়। যে ব্যক্তির সাথে তিনি মুসাফাহা করতেন সে সারা দিন হস্তদ্বয় থেকে সুগন্ধি পেতো।[৭৩]

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[৭৪]

৭১. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৩।
৭২. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮৭; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৭।
৭৩. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭।
৭৪. ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২৫৬।

একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে যোহরের সালাত আদায় করলাম। যখন তিনি মসজিদ থেকে বাইরে আসলেন তখন আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। শিশুরা তাঁর সামনে এলো, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের প্রত্যেকের গন্ডদেশে তাঁর হাত মোবারক বুলাতে থাকেন। আমার গন্ডদেশও তিনি হাত বুলিয়ে দেন।

فوجدت ليده بردًا و ريحًا كانما اخرجها من جونة عطار -

আমি তাঁর হাত মোবারকের শীতলতা ও সুগন্ধি এরূপ পেলাম যেন তিনি তাঁর হাত আতরের পাত্র থেকে বের করেছেন।

হযরত আনাস (রা.) বলেন,[৭৫]

আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের তালু অপেক্ষা কোমল কোন রেশম ও মখমলকেও পাইনি এবং তাঁর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক সুবাসিত কোন মেশক আম্বর ইত্যাদিও পাইনি। আর এটাই সে নূরানী হাত যাতে সৃষ্টিকুলের নি'আমতরাজী লুকায়িত এবং সমুদয় বরকত এতে গুপ্ত রয়েছে। যেমন

হযরত উক্ববা (রা.) বলেন,[৭৬] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

انى اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض -

নিশ্চয়ই আমাকে পৃথিবীর সমুদয় ভান্ডারের চাবিসমূহ দান করা হয়েছে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[৭৭] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে পৃথিবীর সমস্ত ভান্ডার দান করা হয়েছে এবং তা আমার দু'হাতে রেখে দেয়া হয়েছে।

হযরত জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন,[৭৮] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে সমগ্র পৃথিবীর

৭৫. ইমাম বুখারী : আল-জামি', খ. ১, পৃ. ২৬৪।
৭৬. ইমাম বুখারী : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ৫৫৮; ইমাম মুসলিম : আল-জামি', খ. ২, পৃ. ২৫০।
৭৭. ইমাম বুখারী : প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ.১০৪২; ইমাম মুসলিম : প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৪৪।
৭৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আল-খাসায়িসুল কুবরা, খ. ২, পৃ. ১৯৫; 'আল্লামা যারক্বানী : শরহুল মাওয়াহিব, খ. ৫, পৃ. ২৬০।

চাবিসমূহ দান করা হয়েছে। হযরত জিব্রাইল (আঃ) ঐ গুলো সাদা কালো রং বিশিষ্ট একটি অশ্বপৃষ্ঠে রেখে আমার কাছে আনেন এবং চাবিগুলো রেশমী চাদরে ঢাকা ছিল।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা.) বলেন,[৭৯] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে প্রত্যেক বস্তুর চাবিসমূহ দান করা হয়েছে।

আর এটা যে নূরানী হাত- যাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কুদরতী হাত বলেছেন। এবং সে পবিত্র হাতে বা'য়াত গ্রহণকারীদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৮০]

يد الله فوق ايديهم তাঁদের হাতের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে।

এ বরকতময় হাতের ইশারায় ডুবন্ত সূর্য পুনরায় উদিত হয়, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়, রোগী আরোগ্য লাভ করে, মুষ্টিবদ্ধ কংকর কথা বলে, নবী বলে সাক্ষ্য দেয়, কারো মুখে সে নূরানী হাত বুলিয়ে দিলে সে চেহরা এত উজ্জ্বল হয় যে, তাঁর চেহরায় বস্তু সমূহের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। সে নূরানী হাত হযরত 'আলী (রা.)-এর বক্ষে মারলে তাঁর বিচারিক শক্তি বেড়ে যায়। অন্তর চক্ষু খুলে যায়। এমন হাত মোবারক যা হযরত মা ফাতেমার গলার নীচে রাখলে কষ্ট চলে যায়। যে হাত মোবারক হযরত মদলূক ফরাযী (রা.)-এর মাথায় বুলিয়ে দিলে তার মাথার চুল কালো থেকে যায়। হযরত 'উসমান ইব্ন আবূল 'আস (রা.)-এর বক্ষে সে নূরানী হাত মারলে তার থেকে খিনযার নামক শয়তান দূর হয়ে যায়। বদর যুদ্ধে হযরত আমাশা ইব্ন মিহসানের তরবারী ভেঙ্গে গেলে তাকে একখানা শুস্ক কাঠ দিয়ে বললেন, যাও এটা দিয়ে যুদ্ধ কর। সে কাঠটি নূরানী হাতের বরকতে তলোয়ার হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উহুদ যুদ্ধে হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের তরবারী ভেঙ্গে গেলে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে খেজুর গাছের এক খানা ডাল দান করলেন। তা মূহুর্তের মধ্যে চকচকে তরবারী হয়ে গেল। হযরত

[৭৯]. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৯৫।
[৮০]. সূরা আল-ফাত্হ, আয়াত নং -১০।

কাতাদাহ ইব্ন নূ'মান (রা.) অন্ধকার রজনীতে চলার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এক খানা খেজুর গাছের ডাল দিলেন। মূহুর্তের মধ্যে তা আলো দিতে শুরু করল। তার এ নূরানী হাতের স্পর্শে পানির ফোওয়ারা প্রবাহিত হয়। মুষ্ঠিমেয় খেজুরের উপর হাত রাখতেই তা বরকতে ভরপুর হয়ে গেল। মূলতঃ তাঁর হাত মোবারকের অসংখ্য মু'জিযাত প্রকাশিত হয়েছে যা বর্ণনার বাইরে।[৮১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ ও ক্বলব মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেট ও বক্ষ মোবারক সমান ও সমতল ছিল। বক্ষ মোবারক সামান্য উত্থিত ও প্রশস্ত ছিল। বক্ষ মোবারকের মধ্যখানে কেশপুঞ্জের একটি পাতলা রেখা, যা নাভী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। বক্ষ মোবারকের উপরিভাগের উভয় পার্শ্বে কেশ ছিল না। সে নূরানী বক্ষ ও ক্বলব মোবারকের প্রশস্ততার বর্ণনাদান মানবীয় শক্তি বহির্ভূত। তাঁর বক্ষ মোবারকের প্রশস্ততা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন।[৮২]

الم نشرح لك صدرك ـ

হে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! আমি কি আপনার বক্ষ প্রশস্ত করে দিইনি।

'শরহু সদর শব্দের অর্থ বক্ষ প্রশস্ত করে দেয়া। এটা হেদায়তের শেষ ধাপ। এ ধাপে পৌছলে জড় জগত, আধ্যাত্মিক জগত, লাহুত ও জাবরূত জগতের বাস্তবতা সমূহ উম্মুক্ত হয়ে যায়। জিহ্বা অদৃশ্য রহস্যাবলীর চাবিকাঠি এবং অন্তর তার ভান্ডারে পরিণত হয়। অতঃপর তিনি যা বলেন, অদৃশ্য জগতে প্রত্যক্ষ করেই বলেন, বক্ষ

[৮১]. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২৩০।
[৮২]. সূরা আলাম নাশরাহ্, আয়াত নং - ১।

প্রসারণের প্রভাব এ ছিল যে, দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত সব কিছু তাঁর কাছে মাছির ডানার সমানও গুরুত্ব রাখত না।[৮৩]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্ষ ও ক্বলব মোবারকের উপমা আল-কুরআনে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে সূরা আন-নূর-এর ৩৫ নং আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন- 'আল্লাহ আলো আসমান ও যমীনের। তাঁর আলোর উপমা এমনই যেমন- একটা দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে প্রদীপ, ঐ প্রদীপ একটা ফানুসের মধ্যে স্থাপিত। ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল হয় বরকতময় বৃক্ষ যায়তুন দ্বারা, যা না প্রাচ্যের, না প্রতীচ্যের; এর নিকটবর্তী যে সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে যদিও আগুন সেটাকে স্পর্শ না করে আলোর উপর আলো। আল্লাহ আপন আলোর প্রতি পথ নির্দেশনা দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং আল্লাহ উপমা সমূহ বর্ণনা করেন মানুষের জন্য, এবং আল্লাহ সব কিছু জানেন।'

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা.) হযরত কা'ব আল-আহবার (রা.)-এর নিকট আসলেন, অতঃপর বললেন, আমাকে আল্লাহ তা'আলার উক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, উক্ত আয়াত হলো নূরী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদাহরণ। আল্লাহর বাণী كمشكوٰة (দীপাধারের মত) দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ মোবারক উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী فيها مصباح (এতে প্রদীপ রয়েছে) দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ক্বলব তথা অন্তকরণ উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী فى زجاجة (কাঁচের পাত্র) দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বক্ষ মোবারক উদ্দেশ্য, তাঁর বাণী كانها كوكب درى (ঐ ফানুস যেন একটি নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল হয়) দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বক্ষ মোবারক থেকে মুক্তার ন্যায় চর্তুদিকে যে জ্যোতি বিকরণ হতো তা উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী- المصباح (প্রদীপ) দ্বারা নবী

৮৩. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।

করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বলব মোবারক উদ্দেশ্য। তাঁর বাণী- توقد من شجرة مباركة زيتونة (বরকতময় বৃক্ষ যায়তুনের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে) বরকতময় বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলন করেছে। তাঁর বাণী- يكاد زيتها يضئ (এর নিকটবর্তী যে, সেটার তৈল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মুখ মোবারকে না বললেও মানুষের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি নবী যেরূপ তৈল প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে আলোকিত হয়।[৮৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী বক্ষ মোবারক সে পূতপবিত্র বক্ষ যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার রহস্যাবলী, মা'রিফাত সমূহ এবং অসংখ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীম ও কিনারাহীন মহাসাগর তরঙ্গায়িত হচ্ছে। প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হবে, হচ্ছে এবং হয়েছে সব কিছুর 'ইলম দান করেছেন। আর তিনিও অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দানে কৃপন নন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৮৫]

و ماهو على الغيب بضنين এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে খাযিন বলেন,[৮৬]

يقول انه ياتيه علم الغيب و لايبخل به عليكم و يخبركم به -

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ মহান নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট 'ইলমে গায়ব আসে অতঃপর তিনি তাঁর সংবাদ দানে কার্পন্য করেন না এবং তোমাদেরকে তার সংবাদ প্রদান করেন।

আর মহান আল্লাহ স্বীয় হাবীবকে যে কিতাব দান করেছেন তাতে সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে। কোন কিছুই বাদ যায়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[৮৭] ما فرطنا فى الكتاب من شئ - আমি কিতাবে

৮৪. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : আদ-দুররুল মনসূর, খ. ১১, পৃ. ৬৪-৬৫।
৮৫. সূরা তাকভীর : আয়াত নং- ২৪।
৮৬. তাফসীরে খাযিন : উক্ত আয়াতের তাফসীর দ্র.
৮৭. সূরা আন'আম : আয়াত নং- ৩৮।

কোন কিছুই বাদ দিইনি। এ মহান কিতাব প্রত্যেক বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেমন তিনি বলেন,[৮৮] ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ - আমি আপনার প্রতি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা স্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।

পঞ্চ জ্ঞান সম্পর্কেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত আছেন। অর্থাৎ ক্বিয়ামত কখন হবে ? কবে কোথায় ও কি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হবে ? জলবায়ুতে কি আছে ? আগামী কল্য কি হবে ? এবং কার মৃত্যু কোথায় ঘটবে ? এ পঞ্চ জ্ঞান সম্পর্কেও তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্যক অবগত আছেন। 'আল্লামা আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ সাভী (রহ.) বলেন,[৮৯]

الحق انه لم يخرج نبينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى اطلعه على تلك الخمس و لكنه امر بكتمها -

প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে যাননি যতক্ষণ না ঐ পঞ্চ জ্ঞান সম্পর্কেও তাঁকে অবহিত করা হয়। কিন্তু তাঁকে সে গুলো গোপন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইমাম 'আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী (রা.) বলেন,[৯০]

و اوتى علم كل شئ حتى الروح و الخمس التى فى اية ان الله عنده علم الساعة -

এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক কিছুর জ্ঞান দান করা হয়েছে এমনকি রূহ এবং ঐ পঞ্চ জ্ঞানেরও যে গুলোর বর্ণনা আয়াতে রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্বলব মোবারকের অবস্থা এমন যে, তাঁর দু'চোখ মোবারক ঘুমায় কিন্তু তাঁর ক্বলব মোবারক ঘুমায় না। এক মুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহর যিকির থেকে বিরত থাকেন না।

৮৮. সূরা নাহল : আয়াত নং- ৮৯।
৮৯. তাফসীরে সাভী : খ. ৩, পৃ. ২৪৪।
৯০. কাশফুল গোম্মা : খ. ২, পৃ. ৭৭।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেট মোবারক

হযরত 'আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই পেটভরে আহার করেননি এবং কোন সময় দারিদ্রের অভিযোগও কারো নিকট করেননি।[৯১]

তাঁর এ দারিদ্র্য ছিল ইচ্ছাধীন, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ঐশ্বর্য অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল। নচেৎ তাঁর হস্ত মোবারকে কি যে ছিল না ? পৃথিবীর ভান্ডার সমূহের চাবিকাঠি, আল্লাহর সমস্ত নি'আমতরাজি এবং সৃষ্টিকুলের সমুদয় বরকত বিদ্যমান ছিল তাঁর অনুপম হাত মোবারকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বলেছেন, যদি আপনি চান তা হলে আমি মক্কার প্রস্তরময় ভূমিকে আপনার জন্যে স্বর্ণ বানিয়ে দেব, আমি 'আরয করলাম, হে আমার প্রভু ! না, বরং আমি এটাই চাই যে,

اشبع يومًا و اجوع يومًا فاذا جعت تضرعت اليك و ذكرتك فاذا شبعت شكرتك و حمدتك -

একদিন পরিতৃপ্ত থাকব, এবং একদিন ভুখা থাকব। যখন ভুখা থাকব, তোমার সমীপে ক্রন্দন ও মিনতি করব এবং মনে প্রাণে তোমাকে স্মরণ করব আর যখন পরিতৃপ্ত থাকব, তোমার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা করব।[৯২]

তাঁর দারিদ্র্যের অবস্থা এ ছিল যে, পরিবার পরিজন নিয়ে অনেক রাত্রি অনবরত উপবাস থাকতেন এবং প্রায় তাঁদের রুটি হতো যবের রুটি। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো পাতলা রুটি আহার করেননি লাগাতার দু'দিন পেটভরে যবের রুটি আহার করেননি।

হযরত 'আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, আমি যাখন কোন সময় পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করি তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দারিদ্র্যের কথা স্মরণ হয়ে যায়। তখন আমার কান্না

৯১. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১১।
৯২. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২২।

আসে। আমি তাঁর ক্ষুধার আবস্থা দেখে কেঁদে উঠতাম এবং আমার হাত তাঁর পেট মোবারকে বুলিয়ে বলতাম, ক্ষুধার কারণে কেমন চাপা পড়ে গেছে।[৯৩]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং দেখলাম তিনি বসেই নামায পড়ছেন। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ক্ষুধার কারণে। আমি অভিভূত হয়ে কাঁদতে শুরু করি। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, কেঁদো না। যে ব্যক্তি প্রতিদান ও সাওয়াবের নিয়তে ক্ষুধার্ত থাকে, সে ক্বিয়ামত দিবসের কঠিন বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।[৯৪]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় সময় ইফতার ও সাহরী বিহীন সাওমে ভিছাল রাখতেন।[৯৫]

তিনি এমন নূরানী মহা মানব ছিলেন তাঁর মল-মূত্র ও দেহ পরিত্যক্ত সকল দ্রব্য পূতপবিত্র ছিল।[৯৬]

হযরত উম্মে আয়মন বরকত (রা.) নামক একজন দাসী নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র পেশাব মোবারক পান করে ছিলেন। তাঁকে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেহেস্তের সুসংবাদ দিয়ে ছিলেন।[৯৭]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রক্ত মোবারক পান করেছিলেন, ফলে তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।[৯৮]

উহুদের যুদ্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দন্ত মোবারক শহীদ হয়েছে, ওষ্ঠ মোবারকও বিক্ষত হয়ে যায়, যা থেকে

৯৩. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮-২৮৯।
৯৪. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩১৯।
৯৫. ইমাম বুখারী : আল-জামি', কিতাবুস সাওম।
৯৬. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যাত, পৃ. ৩৮০।
৯৭. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৭১।
৯৮. জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৬৮।

রক্ত ঝরা শুরু হয়, হযরত মালেক ইব্ন সিনান (রা.) তাঁর ওষ্ঠ মোবারক চুষতে শুরু করলেন। যখন তিনি চুষছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তা ফেলে দাও, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম ! আমি আপনার রক্ত মোবারক মাটিতে নিক্ষেপ করব না এবং খেতেই থাকেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,[৯৯]

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا ـ

যে বক্তি কোন বেহেশতী মানুষকে দেখতে চায় সে যেন এ ব্যক্তি (মালিক ইব্ন সিনান) কে দেখে নেয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু নির্গত হয় তা খুবই সুগন্ধময়।

ক্বাদ্বী ইয়াদ্ব ও 'আল্লামা যারক্বানী (রহ.) বলেন,[১০০]

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা করার ইচ্ছা করতেন তখন মাটি বিদীর্ণ হয়ে যেতো এবং তাঁর পায়খানা ও পেশাব মোবারক গিলে ফেলতো। ওখান থেকে প্রকৃষ্ট ও পবিত্র সুবাস ছড়াতো।

ইমাম বুয়ুসরী (রহ.) বলেন,[১০১]

جانت لدعوته الاشجار ساجدة + تمشى اليه على ساق بلا قدم

যখন আপনি বৃক্ষরাজিকে আহবান করেন তখন সেগুলো নিজেদের শাখা-পল্লব ঝুকিয়ে সিজদাকারীর মত চরণবিহীন কান্ডভরে আপনার ডাকে হাজির হয়েছে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'জাহানের বাদশাহ হয়েও দরিদ্র্যের মত জীবন যাপন করেছেন। তিনি আমাদের মত বাহ্যিক পানাহারের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁর পানাহার ছিল উম্মতের জন্য শিক্ষার নিমিত্তে। তাঁর পরিত্যক্ত সবকিছু পূত-পবিত্র ও বরকতময়।

৯৯. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৩০।
১০০. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২২৭।
১০১. কাসিদায়ে বোরদা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চরণ মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র গোড়ালীদ্বয় ও বরকতময় চরণ যুগল কোমল ছিল। এমন সুন্দর ছিল যার তুলনা বিরল। যখন হাঁটতেন পা মোবারক গাম্ভীর্য ও নম্রতা সহকারে তুলতেন।

হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) বলেন,[১০২] كان فى ساقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র গোড়ালীদ্বয় কোমল ও সুশ্রী ছিল।

হযরত আনাস (রা.) বলেন,[১০৩]

ولم يرى مقدمًا ركبتيه بين يدى جليس له . নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনই মানুষের সম্মুখে তাঁর পা দিয়ে কিংবা মানুষের দিকে পা প্রসারিত করে বসতে দেখা যায়নি।

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন বোরায়দা (রা.) বলেন,[১০৪] নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরণ মোবারক সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম ছিল। .

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[১০৫] আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা দ্রুত চলতে কাউকে দেখিনি। যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাঁটতেন তখন মনে হতো যেন যমীন তাঁর জন্য সংকোচিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়তাম এবং দ্রুত চলতে চেষ্টা করতাম আর তিনি সহজভাবে নিয়মিত চলতেন, তারপরও তিনি সবার আগে থাকতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পাথরের উপর চলতেন তখন তাতে তাঁর পা মোবারকের চিহ্ন বসে যেতো। অর্থাৎ পাথর নরম হয়ে যেতো।[১০৬] এটা হলো এমন পা মোবারক যার আঘাতে উহুদ

---

১০২. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৮।
১০৩. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫২০।
১০৪. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৮।
১০৫. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৮।
১০৬. 'আল্লামা যারক্বানী : প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৯৭।

পর্বত স্থীর হয়ে যায়, এবং বললেন, থেমে যাও, তোমার উপর একজন নবী একজন সিদ্দিক ও দু'জন শহীদ রয়েছে।

আর এটা এমন চরণ মোবারক যা কোন ধীরগামী ও দূর্বল প্রাণীর উপর পতিত হতো তখন তা দ্রুতগামীও চালাক হয়ে যেতো।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন,[১০৭] এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার এ উষ্ট্রী অত্যন্ত অলস ও ধীরগামী, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পা মোবারক দ্বারা ঠোকা দিলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) শপথ করে বলেন, ঐ উষ্ট্রী এত দ্রুতগামী হয়ে যায় যে, কাউকে তার আগে যেতে দিতো না।

একবার হযরত 'আলী (রা.) অসুস্থ্য হয়ে যান, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হে আল্লাহ ! তাঁকে আরোগ্য দান করুন এবং তাঁর পা মোবারক দিয়ে হযরত 'আলীকে ঠোকা দিলেন, হযরত 'আলী (রা.) সাথে সাথে সুস্থ্য হয়ে গেলেন।[১০৮]

এটা এমন পদযুগল যার বরকতে মক্কা ও মদীনা মোনাওয়ারা লাভ করেছে অতিরিক্ত সম্মান। এ হলো এমন পদযুগল যা সাহাবাগণ (রা.) চুম্বন করতেন ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে।[১০৯]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পোষাক মোবারক

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পোষাক মোবারক ছিল সাধারণতঃ পাগড়ী, চাদর, জামা ও লুঙি। একদা মিনা বাজার থেকে পায়জামা ক্রয় করেছেন, তবে পরিধান করেছেন কিনা তার প্রমাণ নেই। প্রায় সময় সাদা পাগড়ী পরিধান করতেন। কোন কোন সময় সবুজ ও কাল পাগড়ী ব্যবহার করেছেন। পাগড়ীর প্রান্ত মোবারক কখনো খোলা রাখতেন আবার কখনো রাখতেন না।

---

১০৭. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৩।
১০৮. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত, পৃ. ৩৮০।
১০৯. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২।

পাগড়ীর প্রান্ত প্রায়ই উভয় স্কন্ধের মাঝখানে এবং কখনো কখনো পৃষ্ঠ মোবারকের উপর রাখতেন। পাগড়ীর নিচে মাথা মোবারকের সাথে জড়ানো টুপি থাকত।[১১০]

তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,[১১১]

فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس -

আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, আমাদের পাগড়ী টুপীর উপর থাকে।

তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রায় সময় জামা পরিধান করতেন এবং সব সময় লুঙি ব্যবহার করতেন, শামী জুব্বাও পরিধান করেছেন যার হাতা এ পরিমাণ সংকীর্ণ ছিল যে, অযুর সময় উপরে তোলা যেত না। বরং হাত মোবারক তা থেকে বের করতে হতো। ইরানী জোব্বাও তিনি পরিধান করেছেন যার পকেট ও হাতাদ্বয়ে রেশমের আঁচল ছিল। ইয়ামানের ডোরাকাটা চাদর তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি বিভিন্ন রঙের যেমন-সাদা, সবুজ ও জাফরানী ইত্যাদি রঙের কাপড় পরিধান করেছেন। কিন্তু সাদা রং তাঁর অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। লাল চাদরও পরিধান করেছেন যা রেখাযুক্ত ছিল। সম্পূর্ণ লাল রঙের পোষাক তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাদুকা মোবারক ছিল খড়মের আকৃতির, প্রত্যেকটার দু'টো করে দু'ভাজ বিশিষ্ট ফিতা ছিল। একটা ফিতা বৃদ্ধাঙ্গুল ও তৎসংলগ্ন আঙ্গুলের মাঝখানে এবং দ্বিতীয়টা অনামিকার মাঝখানে থাকত।[১১২]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র পোষাক মোবারকের অনেক ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে। যার বর্ণনা স্বল্প পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়।

১১০. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬।
১১১. আবূ দাউদ : আস-সুনান, কিতাবুল লিবাস।
১১২. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

উপসংহার

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম না অত্যাধিক লম্বা ছিলেন না বেঁটে বরং মাঝারী কায়া বিশিষ্ট ছিলেন, কিন্তু যখন মানুষের সম্মুখে হতেন তখন সবার উপরে ও স্বতন্ত্র থাকতেন। মূলতঃ এটা ছিল তাঁর মু'জিযা। যখন আলাদা থাকতেন তখন মাঝারী কায়া বিশিষ্ট সামান্য লম্বা হতেন এবং যখন অন্যান্যদের সাথে চলতেন বা বসতেন তখন সবার উপরে দেখা যেতো। হযরত 'আলী (রা.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গঠন মোবারকের অতি উচ্চ পর্যায়ের বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত 'আলীর (রা.) মুখেই আমরা শুনি।[১১৩]

لم يكن بالطويل الممغط و لا بالقصير المتردد و كان ربعة من القوم و لم يكن بالجعد القطط و لابالسبط كان جعدًا رجلا و لم يكن بالمطهم و لا بالمكلثم و كان فى الوجه تدويرًا ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش و الكتد اجرد ذو مسربة شثن الكفين و القدمين اذا مشى تقلع كانما يمشى فى صبب واذا التفت التفت معًا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرًا واصدق الناس لهجة و الينهم عريكة و اكرمهم عشيرة من راه بديهة هابه و من خالطه معرفة احبه يقول ناعته لم ارقبله و لابعده مثله صلى الله عليه و سلم -

তাঁর কায়া না লম্বা ছিল এবং না বেটে বরং তিনি ছিলেন মধ্যমদেহী। তাঁর চুল না অধিক কুঞ্চিত ছিল, না একেবারে সোজা, বরং সামান্য কোঁকড়ানো। তাঁর গোলগাল চেহারা না পাতলা ছিল, না মোটা। রং সম্পূর্ণ শুভ্র ছিল না বরং তাঁর শুভ্রতায় ছিল রক্তিমাভ। তাঁর চক্ষুদ্বয় কালো ও চোখের পাতা ছিল দীর্ঘ। তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জোড়া সবল এবং স্কন্ধ ছিল বলিষ্ঠ। তাঁর শরীর কেশ ছিল না, কেবল কেশ পুঞ্জের একটি রেখা ছিল নাভী থেকে বক্ষ পর্যন্ত। যেন তা একটি বৃক্ষের

১১৩. মিশকাতুল মাছাবীহ : পৃ. ৫১৭; ইমাম বায়হাক্বী : প্রাগুক্ত, খ. ১ পৃ. ২২৯; ইমাম তিরমিযী : আস-সুনান, কিতাবুল মানাক্বিব, হাদীস নং ৩৬৩৮; শামায়েল, প্রাগুক্ত পৃ. ১০

শাখা। হাত ও পা ছিল বলিষ্ঠ, সবল ও মাংসপূর্ণ। যখন চলতেন শক্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে চলতেন যেন তিনি ঢালু ভূমি অবরোহণ করছেন। এদিক ওদিকে তাকালে পূর্ণ শরীর সহকারে ফিরে তাকাতেন। উভয় স্কন্ধের মধ্যখানে ছিল মোহরে নবুয়্যাত এবং তিনি ছিলেন শেষ নবী। মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা দানশীল ও উদার, কথায় সর্বাপেক্ষা সত্যবাদী, স্বভাবে সর্বাপেক্ষা কোমল, বংশ মর্যাদায় সর্বাপেক্ষা সম্মানিত। যে কেউ তাঁকে হঠাৎ দেখত, তার উপর ভয়-ভীতি ছেয়ে যেতো এবং যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কথা বলত ও মেলামেশা করত, তার অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি হতো। মোটকথা তাঁর মত না তাঁর পূর্বে (কাউকে) দেখেছি, না তাঁর পরে। তাঁর প্রতি আল্লাহর দরূদ ও সালাম হোক।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক নূর, আবার তিনি অনুপম মানুষও। তাঁর পবিত্রতম সত্ত্বা ছিল রূপ ও সৌন্দর্যের প্রতিকৃতি এবং এক একটা অঙ্গ ছিল আল্লার কুদরতের বিকাশস্থল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অতুলনীয়, অনুপম, অপরূপ ও অনন্যগুণে সৃষ্টি করেছেন। আ'লা হযরত (রহ.) কতইনা সুন্দর বলেছেন,[১১৪]

اللہ کی سرتابقدم شان ہیں ہے + ان سا نہیں انساں وہ انساں ہیں یہ

قران تو کہتا ہے کہ ایمان ہیں یہ + اور ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

'প্রিয় নবীর আপাদমস্তক আল্লাহরই মাহাত্মের বহিঃপ্রকাশ।
তিনি মানব অথচ তাঁর মত দ্বিতীয় কোন মানব নেই। কুরআন তো বলছে- ইনি হলেন ঈমান আর ঈমান বলছে- ইনি আমার প্রাণ।'

আশেক্বে রসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইমাম শেরে বাংলা (রহ.)- এর মন্তব্যটি এখানে প্রনিধানযোগ্য-[১১৫]

محمد گرچہ از جنس بشر ہست + نظیرش در جہاں لیکن محال ست

[১১৪]. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী: প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৫৯

[১১৫]. ইমাম শেরে বাংলা : দিওয়ান-ই-আযীয (বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান) পৃ. ৩৫

'হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও মানব জাতির অর্ন্তভুক্ত, কিন্তু তাঁর উপমা গোটা বিশ্বেও পাওয়া অসম্ভব'।

وجود او کہ از نور خدا ہست + زنور او ہمہ عالم ہویدہ است

'তাঁর সৃষ্টি হলো আল্লাহর পবিত্র নূর থেকে, তাঁরই নূর থেকে গোটা বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে'।

وما علینا الا البلاغ

وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی الہ واصحابہ اجمعین۔

আহকার

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

১৯ রজব ১৪৩৫ হি.

পরিশিষ্ট - ১

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির গূঢ় রহস্য কেবল চক্ষুস্মান ব্যক্তিরাই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম-

১. আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন। সে নূর থেকে সমস্ত মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। সেজন্য প্রতিটি সৃষ্টির অনু-পরমানুতে নূরের ঝলক বিদ্যমান।

২. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন মাটি, পানি, বাতাস ও আগুন এ চার উপাদান দিয়ে। অতঃপর তাঁর মধ্যে নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থাপন করা হয়।

৩. হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত শীষ (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর মোবারক নিষ্কলুস, বিশ্বাসী মূমিন মূমিনাতের মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ (রা.)-এর কপাল মোবারকে অত:পর মা আমেনা (রা.)-এর রেহেম মোবারকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৫৭০ খৃ. সালে এ পৃথিবীতে তশরীফ এনেছেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর বাম পাজরের হাড় থেকে স্বীয় স্ত্রী হযরত হাওয়া (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন।

৫. আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসা (আ.)কে স্বীয় কুদরতে পিতাবিহীন সৃষ্টি করেছেন।

৬. আল্লাহ তা'আলা অপরাপর সকল মানুষকে মা-বাবার ভালবাসার নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছেন।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন নিয়মে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সেজন্য আল্লাহর হাবীব, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাটির মানুষ বলা, রক্ত-মাংসে, দোষে-গুণে আমাদের মত সাধারণ মানুষ মনে করা চরম বেয়াদবী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীবকে নবুওয়াত ও রেসালত দান করার মাধ্যমে সম্মানিত ও মহিমান্বিত করেছেন। সুতরাং তাঁর শান-মান, ফযীলত ও মর্যাদা বুঝার আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন

পরিশেষে বলা যায়, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরী, ছায়াবিহীন কায়াবিশিষ্ট, নিষ্কলুস-নিষ্পাপ, সর্বশ্রেষ্ট, সর্বোত্তম, সর্বগুণে গুনান্বিত, মানবীয় দুর্বলতামুক্ত একজন পরিপূর্ণ মহামানব।ওহে আল্লাহ! তাঁর প্রতি অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

অধম

ড. মোহাম্মদ আবদুল হালিম

আগষ্ট - ২০১৪খৃ.

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল-কুরআনুল করীম
২. ইমাম বুখারী : আল-জামি' আস-সহীহ
৩. ইবন হাজর আসকালানী : ফতহুল বারী
৪. ইমাম মুসলিম : আল-জামি' আস-সহীহ
৫. ইমাম তিরমিযী : আল-জামি'
: শামায়েল (বাঙ্গানুবাদ) মাওলানা মতিউর রহামন
৬. ইমাম বায়হাক্বী : দালাইলুন নবুয়্যত ওয়া মা'রিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরী'আত।
৭. ইমাম নাসাঈ : আস-সুনান
৮. ইমাম আহমদ : আল-মুসনাদ
৯. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী : দালাইলুন নবুয়্যত
১০. ইমাম আবূ দাউদ : আস-সুনান
১১. ইমাম আ'যম : ক্বাসীদা
১২. ক্বাদ্বী 'ইয়াদ্ব : আশ-শিফা
১৩. ইমাম সুয়ূত্বী : আদ-দুররুল মনসূর ও আল-খাসায়িসুল কুবরা
১৪. ইমাম খাযিন : তাফসীরে খাযিন
১৫. যারক্বানী : শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নীয়া
১৬. ওলি উদ্দীন আল-খত্বীব : মিশকাতুল মাসাবীহ
১৭. 'আল্লামা শফি' উকাড়ভী : যিক্‌র-এ-জামীল (বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ মহি উদ্দীন)
১৮. হালবী : সিরাতে হালাবীয়্যা
১৯. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ সাভী : তাফসীরে সাভী
২০. 'আবদুল ওহ্‌হাব শা'রানী : কাশফুল গোম্মা
২১. ইব্‌ন 'আসাকির : তারিখু মাদীনাতি দামেশক্ব
২২. সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরে বাংলা আল-ক্বাদেরী : দিওয়ান-ই-আযীয (বঙ্গানুবাদ: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান)
২৩. 'আল্লামা ইউসুফ নাবহানী : মাজমু' আরবা'ইনাত

পরম শ্রদ্ধেয়, সম্মানিত পাঠকের নিকট আকুল আবেদন।

আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন, মৃত্যুর কথা স্মরণ করুন, কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করুন, সালাত প্রতিষ্ঠা করুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে সালাতু সালামের হাদিয়া পেশ করতে থাকুন, মাতা-পিতার খেদমত করুন, মরহুম মাতা-পিতার কবর যিয়ারত করুন,আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখুন, ইয়াতীম-মিসকিনের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকুন, ঘুষ-সুদ গ্রহণ ও প্রদান থেকে বিরত থাকুন, দ্বীনি ইলম অর্জন করুন, হক্কানী আলেম-ওলামাদের শ্রদ্ধা করুন, ছেলে-মেয়েদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করুন, আল্লাহর মহান ওলিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন,সুযোগ হলে লেখকের বিখ্যাত **ইমাম মুসলিম (রহ.): জীবন ও কর্ম** এবং **নূর তত্ত্ব** গ্রন্থ দুটি মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করুন, শরীয়ত মতে জীবন যাপন করুন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে আমলে ছালেহ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অতীব বরকত মন্ডিত, সুগন্ধময়, জ্যোর্তিময়, পূতপবিত্র, শরীর মোবারকের অসাধারণ, আকর্ষণ ও অপরূপ সৌন্দর্যের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে রচিত অত্র গ্রন্থটি সুধী সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ফলে অল্প দিনেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। তাই বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও ধর্মানুরাগী জনাব জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবুল কাশেম ও মাতা মরহুমা আয়েশা খানম-এর রূহের মাগফেরাতের জন্য "হৃদয়ের আয়নায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম" গ্রন্থটির নিজ বধান্যতায় ৩য় বারের মত এক হাজার কপি প্রকাশ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উভয় জাহানের কামিয়াবী দান করুন। আমীন।

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابِ.

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

بِوَسِيْلَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ﷺ

ইতি-

প্রকাশক

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

গ্রন্থকারের প্রকাশিত

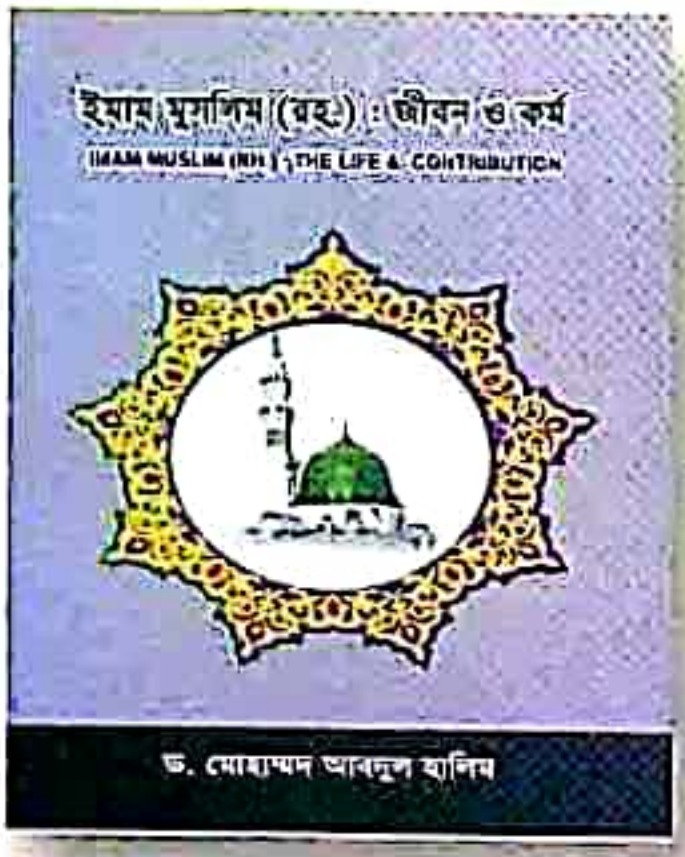

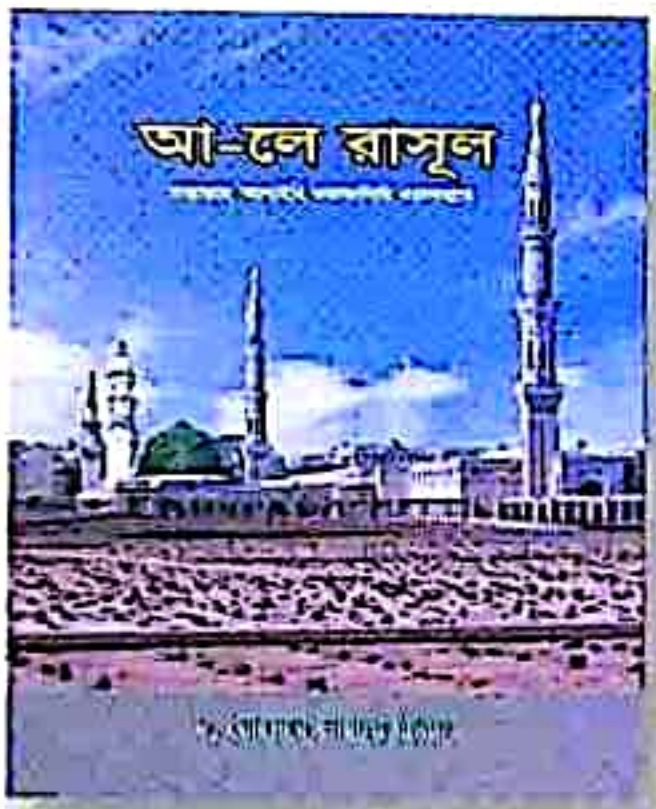

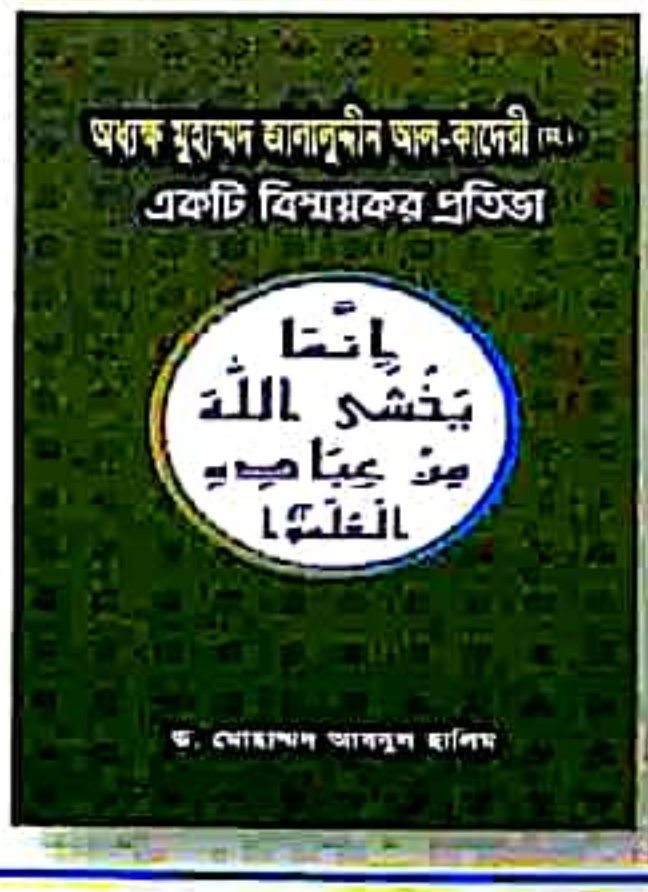

আল-ইমাম মুসলিম (রহ.) ফাউন্ডেশন